NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ শেষ বলে আউট কোহলি, তৃতীয় দিনে জমে উঠেছে বেঙ্গালুরু টেস্ট

সাড়ে তিন বছর পর ঘরে টেস্ট জিতল পাকিস্তান ৭

কলকাতা ১৯ অক্টোবর ২০২৪ ২ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.10.2024, Vol.18, Issue No. 127, 8 Pages, Price 3.00

সোমবারের মধ্যে সব দাবি মানার সময়সীমা

মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বাত্মক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই বৈঠক শেষে জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার রাজ্য সরকারকে তাঁদের দাবি মানার সময় বেঁধে দিলেন। একপ্রকাশ হুঁশিয়ারির সুরেই এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এদিন।সোমবারের মধ্যে সব দাবি মানা না হলে আবারও ‘ধর্মঘটে’ যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন চিকিৎসকেরা। শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই বৈঠক শেষে জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার রাজ্য সরকারকে তাঁদের দাবি মানার সময় বেঁধে দিলেন। তিনি বলেন, ‘সোমবারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের দাবি না মানেন তবে মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব।’১০ দফা দাবি নিয়ে ‘আমরণ অনশনে’ বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি কর-কাণ্ডের বিচার, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবিতে গত দু’মাসের

বেশি সময় ধরে তাঁদের আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকারের তরফে সাড়া মিলছে না। ইতিমধ্যে ছ’জন জুনিয়র ডাক্তার অনশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন পাঁচ জন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পরবর্তী অভিমুখ কী হওয়া উচিত, তা স্থির করতে শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠক শেষে দেবাশিস বলেন, ‘সোমবার পর্যন্ত আমরা একটা সময়সীমা দিচ্ছি। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সব ক’টা দাবি মানার জন্য আলোচনায় বসতে হবে এবং সব কয়েকটি দাবি মেনে নিতে হবে। যদি তা নয় তবে আগামী মঙ্গলবার সমস্ত সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বাধিক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব।’ দেবাশিস এ-ও জানান, সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা থমকে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এদিন কারও প্রাণহানি হলে তার দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে বলেই দাবি আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদারের।

‘মুখ্যমন্ত্রী এত নিষ্ঠুর? এক বার এলেনও না?’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৩ দিন ধরে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে অনশন করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ‘আমরণ অনশনে’ প্রথম দিন থেকে আছেন সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা, সিগ্ধা হাজরা এবং অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ধর্মতলা থেকে সাংবাদিক বৈঠক করলেন সায়ন্তনীরা। প্রশ্ন তুললেন, কেন এখনও এক বারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কাছে আসেননি, কেন তাঁদের ১০ দফা দাবি মেনে নিচ্ছেন না তিনি, কেন তাঁদের এত দিন না খেয়ে থাকতে হচ্ছে।

সায়ন্তনী বলেন, ‘আমরা গত ১৩ দিন ধরে শুধু জল খেয়ে আছি। ওআরএস বা গ্লুকোজও খাচ্ছি না। শুধু জল। কথা বলতেও আমাদের কষ্ট হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কি একবারের জন্যেও আমাদের কথা ভাবছেন না? আমরা দেখলাম, তিনি দুর্গাপুজোয় মেতে আছেন। কোথায় গেল ওঁর মাতৃসত্তা? আমাদের এখানে তো উনি একবারের জন্যেও এলেন না! আমাদের ১০ দফা দাবিতে স্বাক্ষর করে দিতে ১০ মিনিট লাগে। কেন উনি এত নিষ্ঠুর?’সায়ন্তনী আরও বলেন, ‘আমাদের এখানে সাধারণ মানুষ রোজ এসেছেন, রোজ আসছেন। সকলে বলছেন, ‘তোমরা জয়ী হও’। সকলে আমাদের সন্তানতুল্য বলছেন। কিন্তু এ কথা মুখ্যমন্ত্রীর কি একবারের জন্যেও মনে হচ্ছে না যে, ওদের শুকনো মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে দেখি? এই নিষ্ঠুরতা আমাদের নির্বাক করে দিচ্ছে।’

শনিবার সোদপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ন্যায়যাত্রার ডাক দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সে প্রসঙ্গে সায়ন্তনী বলেন, ‘আমরা জানি, সাধারণ মানুষ ঠিক আসবেন। জনতার আশীর্বাদ আমাদের মাথায় আছে। আমরা নিশ্চয়ই জনতার সাড়া পাব। কিন্তু তাঁর সাড়া কি আমরা পাব? যাঁর সাড়া পেতে ১৩ দিন ধরে শুধু জল খেয়ে আমরা এখানে বসে আছি?’

সায়ন্তনী আরও বলেন, ‘অনেকেই আমাদের এখানে এসে জিজ্ঞেস করছেন, আর কত দিন না খেয়ে থাকব আমরা। একই প্রশ্ন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে করতে চাই। আর কত দিন আমরা না খেয়ে থাকব, আপনি বলে দিন। প্রত্যেক ফোঁটা চোখের জলের হিসাব দিতে হবে।’

আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষকে ডাক দিয়েছেন সায়ন্তনীরা। রবিবার ধর্মতলায় সাধারণ মানুষকে জমায়েত করতে বলেছেন তাঁরা। সায়ন্তনী বলেন, ‘আমাদের পাশে দাঁড়ান। মঞ্চের সামনে আসুন রবিবার। আমাদের মনোবল দিন। আমাদের শরীর ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। কণ্ঠও ক্ষীণ হচ্ছে। আপনাদের কণ্ঠে আমরা শক্তি পাব। মুখ্যমন্ত্রীর ১০ মিনিটের জন্য আমরা ১৩ দিন এখানে না খেয়ে বসে আছি। আপনারা এসে দেখান, আমাদের সব দাবি ন্যায্য। আমাদের মনোবল এত সহজে ভাঙবে না। তবে আমরা ক্ষুব্ধ। খিদের জ্বালায় নয়। বিচারের দাবিতে। আমাদের মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। মানুষ আমাদের পাশে আছে। যাঁর পাশে থাকার কথা, তিনি নেই।’

রুমেলিকা তিন দিন ধরে অনশনরত। তিনি বলেন, ‘৭০ দিন ধরে আন্দোলন চলছে। ১৩ দিন ধরে চলছে অনশন। যা হচ্ছে, তা হওয়ার কথা ছিল না। আমাদের এখানে এ ভাবে না খেয়ে বসে থাকার কথা ছিল না। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। অনেকে বলছেন, আমরা জেদ করছি। কিন্তু তা নয়। আমরা সরকারের ভুলের মাসুল দিচ্ছি। আমাদের যে সহযোদ্ধারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, তাঁরা আপনাদের দুর্নীতি এবং ধাপ্পাবাজির মাসুল দিচ্ছেন।’

প্রতি দিনের স্বাস্থ্য রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আমরণ অনশনে’ বসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বেশ কয়েক জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা চলছে অসুস্থ অনশনকারীদের। তাঁরা কে কেমন আছেন, তা জানতে চায় স্বাস্থ্যভবন। প্রত্যেক দিন অন্তত দু’বার তাঁদের রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির অধ্যক্ষ এবং হাসপাতালের সুপারকে ব্যক্তিগত ভাবে অসুস্থ জুনিয়র ডাক্তারদের চিকিৎসার উপর নজর রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও ‘আমরণ অনশনে’ বসছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ৬ অক্টোবর অনশনে বসেন সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অলোক বর্মা। তবে বর্তমানে দু’জনকেই অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সব মিলিয়ে বর্তমানে এখন পাঁচ জন অনশনকারীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে। অসুস্থ অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই। তাঁদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। সেই বোর্ডে রয়েছেন বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞেরা। প্রতি দিন তাঁদের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এ বার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে অসুস্থ অনশনকারীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার রিপোর্ট চাওয়া হল।

উল্লেখ্য, অতীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে মেডিক্যাল দল পাঠানো হয়েছিল অনশনমঞ্চে। কিন্তু অনশনকারীরা সেই দলের চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে দেননি। এ বার স্বাস্থ্য দপ্তর সরাসরি অসুস্থ অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নজর রাখতে চাইছে।

ঝাড়খণ্ডে চূড়ান্ত এনডিএ’র আসনরফা

রাঁচি, ১৮ অক্টোবর: ২০১৯ বিধানসভা নির্বাচনে ৮১ আসনের মধ্যে ৭৯টি আসনে লড়েছিল বিজেপি। সেবার শোচনীয় পরাজয় হয়। সম্ভবত সেই হার থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন শাহ-নাড্ডারা। ঝাড়খণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আসনরফা চূড়ান্ত করেছে এনডিএ। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ছোট ছোট দলগুলির জন্য বেশ খানিকটা আত্মত্যাগ করেছে গেরুয়া শিবির।

বিজেপির তরফে যে আসনরফা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আগেরবারের তুলনায় এবার গেরুয়া শিবির ১১টি কম আসনে লড়বে। ৮১ আসনের মধ্যে বিজেপি প্রার্থী দেবে ৬৮টিতে। ১০টি আসন ছাড়া হচ্ছে জোট সঙ্গী অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অর্থাৎ আজসুর জন্য। বিহার লাগোয়া ঝাড়খণ্ডে বিহারের দুই জোটসঙ্গী জেডিইউ এবং এলজেপি রামবিলাসকেও জায়গা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। নীতীশ কুমারের দল লড়বে দুই আসনে। একটি আসনে লড়বে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)। তবে বিহারের আর এক জোট সঙ্গী হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার জন্য ঝাড়খণ্ডে কোনও আসন ছাড়েনি গেরুয়া শিবির।

২০১৯ বিধানসভা নির্বাচনে সেভাবে জোটসঙ্গীদের পাত্তাই দেয়নি বিজেপি। আজসু দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকলেও উনিশে বিজেপি তাদের জন্য বেশি আসন ছাড়তে রাজি হয়নি।

দিল্লি এইমসে যৌন হেনস্থা

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: দিল্লি এইমসে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে যৌন হেনস্থা এবং জাত তুলে গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠল তাঁরই উর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এইমসের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন এমস কর্তৃপক্ষ। তবে এইমসের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

কৃষ্ণনগরের তরুণীর শেষ অডিয়ো ক্লিপে আত্মহত্যার তত্ত্ব

অডিয়োর সত্যতা পরীক্ষা করবে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘটনার রাতে একাধিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন কৃষ্ণনগরের সেই তরুণী। অভিযুক্ত প্রেমিকও যাঁর যাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, সব খতিয়ে দেখা হবে। যে অডিয়ো ক্লিপটি প্রকাশ্যে এসেছে, সেটিও পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানালেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার অমরনাথ কে।

কৃষ্ণনগরে দ্বাদশ শ্রেণির তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গড়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিটের নেতৃত্বে রয়েছেন পুলিশ সুপার নিজে। শুক্রবার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা। তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। এর পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, ‘ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা এসেছিলেন। তারা বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন। বৃহস্পতিবার আমরা আঙুলের ছাপের নমুনা সংগ্রহ করেছি। একটি প্লাস্টিকের বোতলও পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে হালকা নীলচে রঙের তরল মিলেছে। যাঁরা পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা বলছেন যে, ওর ভিতরে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে।’

পুলিশ সুপার জানান, যে জায়গা থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেই জায়গাটিই প্রকৃত ঘটনাস্থল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ হলে তবেই সবটা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব। শনি বা রবিবার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে জানা যাবে, এটা খুন না আত্মহত্যা। অমরনাথ বলেন, ‘ঘটনার রাতে তরুণী একাধিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অভিযুক্ত যাঁর যাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, সেগুলোও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ তরুণীর হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে যে অডিয়ো ক্লিপ মিলেছে, সেটিও পরীক্ষা করে দেখা হবে। অডিয়ো ক্লিপে যাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে, তা ওই তরুণীরই কি না, তা যাচাই করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার।

ফেসবুকে ‘ম্যারেড’ স্ট্যাটাস, সম্পর্কে ছিল তৃতীয়জন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিযুক্তের সঙ্গে সত্যিই কি বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের ‘নির্যাতিতা’ তরুণীর? গত জুন মাসে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে ‘বিয়ে হয়ে গিয়েছে’ বলেই দাবি করেছিলেন তিনি। যদিও তরুণীর মা শুক্রবার দাবি করেছেন, ওই পোস্টের বিষয়ে তিনি কিছু জানতেন না। তবে ওই যুবকের সঙ্গে বিয়ের ঠিক যে হয়েছিল তা তিনি মেনে নিয়েছেন। অভিযুক্ত যুবকের বাবাও ‘বিয়ে হয়েছিল’ বলে মানতে চাননি। তাঁর দাবি, মাস কয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে তাঁর ছেলের কাছে চলে গিয়েছিলেন তরুণী। দিন পনেরো সেখানে ছিলেন। মনে করা হচ্ছে, সেই সময়েই ফেসবুকে ওই পোস্ট দিয়েছিলেন ওই তরুণী। চলতি বছরের ২৫ জুন ফেসবুকের রিলেশনশিপ স্টেটাস বদল করেছিল মৃত নাবালিকা। লিখেছিল, ‘ম্যারেড উইথ’। এখানেই শেষ নয়, নিজের ফোনে প্রেমিকার নম্বর সেভ করেছিল ‘হাজব্যান্ড’ নামে। এতেই মনে করা হচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে বিয়ে সেরেছিল নাবালিকা। অনুমান, ঘটনাচক্রে তাঁদের মাঝে চলে আসে তৃতীয় কেউ। তা নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। এক পর্যায়ে তা বিরাট আকার নেয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর দিনভর কৃষ্ণনগরের একাধিক জায়গায় একা ঘুরতে দেখা যায় নাবালিকাকে। রাত ন’টা নাগাদ কলেজ মাঠের আশেপাশের সিসিটিভিতে ধরা পড়ে সে। এদিকে সূত্র বলছে, ওই এলাকাতেই ছিল ধৃত যুবকও। কিন্তু দিনভর এলাকায় ছিলেন না তিনি। এক বান্ধবীর সঙ্গে রানাঘাটে গিয়েছিলেন।

তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, টাকা নয় তৃতীয়জনকে কেন্দ্র করেও অশান্তি তৈরি হয়ে থাকতে পারে যুগলের মধ্যে। এক পর্যায়ে তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। অনুমান, ১৬ তারিখ রাতে প্রবল অশান্তির পরই বিচ্ছেদ হয় মৃতার। এর পরই সোশাল মিডিয়ায় স্টেটাস দেয় সে। লেখে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এর পরই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারে নাবালিকা। ওই রাতে নাবালিকা কোনও দোকান থেকে কেরোসিন কিনেছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ফলত খুন নাকি বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার করা হয় রোগীদের। অগ্নিকাণ্ডের পরই মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। পরিবারের দাবি, ধোঁয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সকালে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান মন্ত্রী সুজিত বসু।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ। আচমকা হাসপাতালের দোতলার পুরুষ সার্জিক্যাল বিভাগ থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তড়িঘড়ি বিষয়টা জানানো হয় কর্তৃপক্ষকে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। একে একে ১০টি ইঞ্জিন পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। প্রথমেই নিরাপদে সরিয়ে ফেলা হয় ৮০ জন রোগীকে। বেশ কয়েকজনকে পাঠানো হয় মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে। অন্যদের অন্যত্র পাঠানো হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন আয়ত্তে আসার কাজ। খবর পেয়েই পৌঁছন মন্ত্রী সুজিত বসু। সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পরিস্থিতি। কথা বলেন দমকল কর্মীদের সঙ্গে। তবে কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও জানা যায়নি। নেপথ্যে শট সার্কিট কি না, তাও এখনও স্পষ্ট নয়।

এক মহিলার দাবি, এদিনের অগ্নিকাণ্ডের জেরে হাসপাতালে ভর্তি থাকা তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন ওই বৃদ্ধ। এদিনের ধোঁয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যদিও হাসপাতাল বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

শর্ট সার্কিট থেকেই শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন দমকল কর্মীরা। যদিও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরেই আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব বলে জানান রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিকে সূত্রে খবর, শুক্রবার পৌনে ১২টা নাগাদ ওই হাসপাতালে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। খতিয়ে দেখেন হাসপাতালের সার্বিক পরিস্থিতি। এরপরই কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তা জানান, ‘শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালে পুলিশের একটি ফরেন্সিক টিম আসবে। কী কারণে আগুন লাগে তারা খতিয়ে দেখবে। অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে।’

এদিকে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক শিয়ালদহ ইএসআই পরিদর্শন করার পর জানান, ‘যে জায়গায় আগুন লেগেছে তা যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায় সেই জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’ এই ঘটনার পরই শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে ইএসআই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন তিনি। এই বৈঠকেই হাসপাতালের অগ্নিদগ্ধ অংশটি সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

শিয়ালদহ হাসপাতালের সুপার অদিতি দাসও জানান, ‘প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের জন্যই আগুন লাগে। দমকল দফতর গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।’ ৮০ জন রোগীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৮ জন রোগীকে মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জামিন পেলেন কেজরির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ধৃত দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আমআদমি পার্টি (আপ)-র নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। দু’বছর আগে এই মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। অতীতেও একাধিক বার জামিনের জন্য আবেদন করলেও তা খারিজ হয়। অবশেষে হাইকোর্ট আপ নেতাকে জামিন দিল।

জামিন দেওয়ার সময় হাইকোর্ট জানিয়েছে, অভিযুক্ত দীর্ঘ দিন জেলবন্দি রয়েছেন। সম্প্রতি আপ নেতা মণীশ সিসৌদিয়ার জামিন মঞ্জুর করার সময় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে উল্লেখ করেছে হাইকোর্ট। যে কোনও অভিযুক্তের দ্রুত বিচার পাওয়া মৌলিক অধিকার বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ৩০ মে হাওয়ালার মাধ্যমে বেআইনিভাবে টাকা লেনদেনের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দিল্লির তৎকালীন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র।

জেলবন্দি অবস্থায় কয়েক মাস থাকার পরে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। জেলে যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে ‘অসুস্থ’ বলে দাবি করেছেন সত্যেন্দ্র। কয়েক মাস আগে জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, তিনি একাকিত্বে ভুগছেন। মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

জেলের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সত্যেন্দ্র। জ্ঞান হারিয়ে তিহাড় জেলের শৌচালয়ে পড়ে যান দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্য এবং কারামন্ত্রী। তার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন সত্যেন্দ্র। শীর্ষ আদালত অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। গত বছর মে মাসে জামিন পেয়ে তিহাড় জেলের বাইরে আসেন আপ নেতা। তার পর থেকে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলেই আদালতে দাবি করা হয়েছিল সত্যেন্দ্রের আইনজীবীর তরফে। একাধিক বার সত্যেন্দ্রের অন্তর্বর্তিকালীন জামিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে চলতি বছর মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই আবারও জেলে ফিরতে হয়েছিল সত্যেন্দ্রকে। শেষ পর্যন্ত জামিন পেলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, মোঃ জাহাঙ্গীর আনসারী, পিতা: কাজিম আলী, ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং 1EII রিজেন্ট সোনারপুর, সোনারপুর স্টেশন রোড, কুসুম্বা, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, পঃবঃ ৭০০১০৩, গত ইং ০৩.১০.২০২৪ তারিখে আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণী আদালতের এফিডেভিট নং ৩৮১০১ বলে আমার নাম পরিবর্তন করে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ঢালী, পিতা: কাজেম ঢালী করেছি। মোঃ জাহাঙ্গীর আনসারী, পিতা: কাজিম আলী এবং মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ঢালী, পিতা: কাজেম ঢালী এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

সংশোধনী

গত ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে একদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে ভুলবশত জমির বিবরণ দেওয়া ছিল না, জমির বিবরণ হবে ৮০ নং সগুনা মৌজার মধ্যে এল.আর. ৪৬৫/১ নং খতিয়ান ভুক্ত জমির ০৪ শতক জমি বিক্রিত ।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নিদয়া, জেলা নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৫৭৫৬ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ২৩৪৩ নং দাগের ৪. ৯৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৪/০৫/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১৬৩৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে মায়াকোল নিবাসী উত্তরা ঘোষ, স্বামী রবীন ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১১/১২/২০২৩ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৩০১ নং দলিল দ্বারা সাং গোবিন্দপুর জেলা হাওড়া নিবাসী নমিতা হাইত, স্বামী অনিল হাইত কে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল অ্যান্ড এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নিদয়া, জেলা নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৫৭০৫, ২৫৭০৬, ২৫৭০৭, ২৫৭০৮, ২৫৭০৯ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৩৩৫৮ নং দাগের ২.৪৮ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৫/১২/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৩৬৮০ নং আমমোক্তার দলিল বলে গৌরনগর নিবাসী শ্রীদাম ঘোষ, সুদাম ঘোষ, জলধর ঘোষ, সুনীল ঘোষ, শংকর ঘোষ, সর্ব পিতা মৃত মোহন ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৯/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৮৯ নং দলিল দ্বারা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী সঞ্জয় সাঁতরা, পিতা মোহনলাল সাঁতরা কে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল অ্যান্ড এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নিদয়া, জেলা নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ৮০১৭, ৮০১৮, ৮০১৯ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ২৮৬২ নং দাগের ৪. ১২৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৫/০৭/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-২১৫৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে প্রাচীন মায়াপুর নিবাসী শংকর ঘোষ, পিতা জিতেন ঘোষ, ভীম ঘোষ ও অজুন ঘোষ, উভয়ের পিতা মৃত জগন্নাথ ঘোষ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৬/০৭/২০২৪ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৬১৪ নং দলিল দ্বারা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী মোহন চন্দ্র সামন্ত, পিতা রঞ্জিত কুমার সামন্ত কে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল অ্যান্ড এল. আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ, পিতা মৃত ডালিম ঘোষ সাং ও পোঃ নিদয়া, জেলা নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৬৫৮১ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৩১৩৯ নং দাগের ৫.৭৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/০৮/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-২৬১৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে শ্রী মায়াপুর, জেলা নদীয়া নিবাসী ওসমান সেখ, পিতা মৃত হাইগোল সেখ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৬/০৭/২০২৪ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৬১৫ নং দলিল দ্বারা সাং কলাগেছিয়া, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী সোনা মোহন সামন্ত, পিতা মোহন চন্দ্র সামন্ত-কে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নামপত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

PUBLIC NOTICE

One Original Title Deed of Settlement, dated 17-08-1973 executed by Sri Nalin Chandra Sur in favour of Sri Mathura Mohan Sur in respect of land measuring about **0.194 Acres** lying and situated at **Mouza- Chandannagar,** J.L. No.- 01, Sheet No.- 16, comprised in Dag No.- 120 under Khatian No.- 82 at Police Station-Chandannagar within Chandan Nagar Municipal Corporation in the District Hooghly. The said deed was duly registered in the office of Sub-Registrar Chandernagar, recorded in Book No.-I, Volume No.- 24, Pages from 180 to 183, Being No.- **1512** for the year **1973**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 807** was lodged on **18-10-2024** with Chandannagar, Police Station in respect of said deed by my client **DILIP SUR**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Rahul Kumar (Advocate)
Barrackpore Court
Mobile: 9831906292

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে অক্টোবর, ২ রা কর্তিক, শনিবার, দ্বিতীয়া তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভ কাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতায় মেট্রো পরিষেবার ৪০ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৪শে অক্টোবর কলকাতায় যাত্রী পরিষেবার ৪০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে মেট্রো রেল। তাই একটি সপ্তাহব্যাপী উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার মেট্রো রেল ভবনে এই সংক্রান্ত একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠীত হয়। সেখানে মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির দিকটি তুলে ধরেন। শ্রী রেড্ডি এই অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনটি শর্ট ফিল্মও প্রকাশ করেন। একটি শর্ট ফিল্মে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, হর্ষ নেওটিয়া, ঝুলন গোস্বামী-সহ বহু সেলিব্রেটিরা মেট্রো রেল সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা এবং কীভাবে কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করেছে মেট্রো পরিষেবা তা শেয়ার করেছেন। মেট্রো ইতিমধ্যেই কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে একত্রিত করে 'অমর মেট্রো' হয়ে উঠেছে। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়ার বাসিন্দারা হাওড়া, শিয়ালদা, দমদম এবং কবি সুভাষ স্টেশন থেকে মেট্রো পরিষেবা পাচ্ছেন। এমনকি অন্যান্য রাজ্যের যাত্রীরাও হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে এই পরিষেবা গ্রহণ করছেন বলে জানান মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার। ফলে মেট্রোয় এখন প্রতিদিন প্রায় ৭ লাখ যাত্রী পরিবহন করছেন। চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, মেট্রো রেলওয়ে রাজারহাট, নিউ টাউন, বিমানবন্দর, বারাসতের মতো নতুন গন্তব্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি হাওড়া এবং শিয়ালদাকে সংযুক্ত করার এবং ১০০-কিমি প্রসারিত মেট্রো নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে বলেও জানান তিনি। মেট্রোর আগামী পরিকল্পনা নিয়েও জানানো হয় এদিন। ২০২৫ সালের মধ্যে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক ৯০-কিমি জুড়ে বিস্তৃত হবে। ২০২৭ সালের মধ্যে এটি আরও ১৩০-কিমিতে বৃদ্ধি পাবে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নিউ গড়িয়া এবং নোয়াপাড়া উভয় দিক থেকে বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয় এই সাংবাদিক সম্মেলনে। এই অনুষ্ঠানের জন্য একটি লোগো ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, হেরিটেজ ওয়াক, ওয়াকথন, প্রদর্শনী, রানিং অফ ওল্ড রাখা হয়েছে। প্রদর্শনীতে দুর্লভ ছবি, পুরনো টিকিট, স্মার্ট কার্ড এবং ফিলাটেলি আইটেম প্রদর্শিত হবে। উদযাপনের সময় একটি বিশেষ কভার এবং স্ট্যাম্পও প্রকাশ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তানিয়ে ফের বৈঠক মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও রাত্রিরের সাথী প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ফের দু'দফায় বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এদিন ফের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সুরক্ষা ও পরিকাঠামো ব্যবস্থা নিয়ে তিনি স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি পূর্ত দফতরের সঙ্গেও বৈঠক করেন। প্রথমে পূর্ত দফতরের সচিব অন্তরা আচার্যর কাছ থেকে তিনি হাসপাতালে রেস্টরুম ও ওয়াশরুম সিসিটিভি ইত্যাদির পরিকাঠামো সংক্রান্ত অগ্রগতির সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সিবিআই এর কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর আরজি কর হাসপাতালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যেই ওই কাজ শেষ করার কথা। এই বিষয় নিয়েও মুখ্য সচিব পূর্ত দফতরের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মূলত পূর্ত দফতরের তরফে রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সিসিটিভি, ওয়াশরুম ও রেস্ট রুমের কাজ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালের পরিকাঠামো সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ রাজ্যের পূর্ত দফতর করছে। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সব কাজ হয়ে যাওয়ার কথা। সূত্রের খবর, হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকও হয়েছে তাঁদের। সরকারের নির্দেশ মতো কাজ কতদূর হয়েছে সেটা জানতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁকে জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

যাদবপুরে ফের 'ছাত্র নিগ্রহ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের জেরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ১৪ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ফের সেই স্মৃতি উস্কে দিল র‍্যাগিংয়ের হুমকি। অভিযোগ উঠেছে, সেই মৃত ছাত্রটির মতো অবস্থা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে সাহিত্যের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'থ্রেট কালচারে'র আবহে যাদবপুরে সঙ্কটের ছায়া অটুট বলে মনে করছে শিক্ষা মহল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মীর ছেলে যাদপুরের ছাত্র শিক্ষাঙ্গনের ভিতরের কর্মী আবাসনে থাকেন। পুজোর ছুটির ঠিক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কয়েক জনের হাতে তাঁকে মারধর খেতে হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, গত বছর মেন হস্টেলে প্রথম বর্ষের নবাগত এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ছাত্রদের শাস্তি দিতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ যাদবপুর কর্তৃপক্ষ। এমনকি, ওই ছাত্রদের হস্টেল-ছাড়া করার পদক্ষেপেও আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। তারই মধ্যে প্রথম বর্ষের ছাত্র নিগ্রহের ঘটনা ফের শিক্ষাঙ্গণে 'দাদাগিরি'র কালচারকে উস্কে দিল বলে মনে করছেন যাদবপুরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (জুটা) তরফে গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য পরিবেশে নিরাপার দৈন্য দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অন্তর্বর্তী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে চিঠি দেওয়া হয়। তার পরের সন্ধ্যাতেই আক্রান্ত হন রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষাকর্মীর ছেলে, প্রথম বর্ষের ওই তরুণ। তিনি ইতিমধ্যে যাদবপুর থানায় অভিযোগ জানানো ছাড়াও অন্তর্বর্তী উপাচার্য ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যাদবপুর থানার তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুই ছাত্র এবং আরও কয়েক জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৮, ১২৬ (২) প্রভৃতি ধারায় প্রথম বর্ষের ছাত্রটিকে আটকে রেখে গুরুতর আঘাতের অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়। ওই ছাত্রের মাথার পিছনে আঘাত লাগে বলে অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, সিভিল এবং কেমিক্যালের দুই পান্ডা ছাড়াও মেন হস্টেলের আরও কয়েক জন ওই হামলার ঘটনায় জড়িত। তবে, অভিযোগটুকু লেখা ছাড়া এখনও পর্যন্ত কিছুই করেনি পুলিশ। কার্যত নড়ে বসেননি যাদবপুর কর্তৃপক্ষও। স্থানীয় থানার বক্তব্য, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এলেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে।অভিযোগকারী তরুণ বলছেন, 'এখনও শাসানি থামেনি। ছাত্রেরা আন্দোলন করে আমার বাবার চাকরি খেয়ে নেবে বলে এখনও হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' শিক্ষাঙ্গনের সান্ধ্য পরিবেশ নিয়ে চিঠি দেওয়ার বিষয়টি মানছেন জুটা-র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়। শিক্ষকদের অভিযোগ, ছাত্রদের একাংশের দৌরাত্ম্য ছাড়াও রাত ৮টার পরে বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা নেই। অবাধ মাদক সেবনেই গোলমাল বাড়ছে। যাদবপুরের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু বলেন, 'পুজোর ছুটিতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাকর্মী বেশি নেই। এখনই পদক্ষেপ করা মুশকিল।'

কালীপুজোর আগে দক্ষিণবঙ্গে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সপ্তাহে ধেয়ে আসতে পারে ঘূর্ণিঝড়। আগামী রবিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা, মনটাই জানানো হয়েছে আঅলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। এই ঘূর্ণাবর্ত মধ্য বঙ্গোপসাগরে আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই নিম্নচাপের অভিমুখ থাকবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল বরাবর এর অভিমুখ থাকবে। আগামী বুধবার যার প্রভাব পড়তে পারে বাংলাতেও। সঙ্গে আলিপুর আবহাওযা অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার বিকেলের পর থেকে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দু'ক জায়গায়। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সোমবার থেকে ফের আর্দ্রতা বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আগামী সোম ও মঙ্গলবার মূলত উপকূলের ও ওডিশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ২৩ অক্টোবর পূর্ব উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে। বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ফের বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে। সেই বৃষ্টি আগামী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত চলতে পারে বলে পূর্বাভাস। সেই নিম্নচাপ থেকে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ও। নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এর লক্ষ্যস্থল কি পশ্চিমবঙ্গে তা নিয়েই চলছে জল্পনা। ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের নাম। ঘূর্ণিঝড়ের নাম হবে 'ডানা'। এখনও ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ ও ক্ষমতা নিয়ে কিছু বলতে না চাইলেও আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, ঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটারে পৌঁছতে পারে। এখন পর্যন্ত এর যে গতিপ্রকৃতি, তাতে পশ্চিমবঙ্গ বা ওডিশার দিকেই এটি আঘাত হানতে পারে। অনুমান সত্যি হলে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিসহ দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। লন্ডভন্ড হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা।

বাঁদরের কামড়ে আক্রান্ত আরও ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার রাত থেকে অণ্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদূলি দিঘির বাগান এলাকায় একটা বীর হনুমান আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১ জন আক্রান্ত।

বৃহস্পতিবার সকাল হতেই হনুমানটি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সকাল থেকেই প্রায় চারজনকে কামড় দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বনবিভাগে খবর দিলে, কর্মীরা খাঁচা নিয়ে হনুমান ধরার চেষ্টা করলেই, বীর হনুমানটির দ্বারা আক্রান্ত হয় বনবিভাগের এক কর্মীও। চতুর হনুমানটিকে কোনও ক্রমে বাগে আনা যাচ্ছে না ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে লাঠি সোটা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত্রি থেকে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত এলাকার আরও ৬ জন বাঁদরের আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা যায়। শুক্রবার সকাল থেকে হনুমানটি সিদুলি এলাকা ছেড়ে মুকুন্দপুর কোলিয়ারি এলাকায় নতুন করে আতঙ্কে সৃষ্টি করেছে। অথচ এলাকায় স্থানীয়দের চোখের সামনেই ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে হনুমানটি।

শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন বনবিভাগের লাউদোহার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার। তিনি হনুমানটির দ্বারা সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এ খবরের সত্যতার স্বীকার করে বলেন, শীঘ্রই বাঁদরটিকে দ্বারা খাঁচাবন্দি করবেন এবং বাঁদরের আতঙ্ক থেকে এলাকাবাসীরা মুক্ত হবে। কিন্তু বনবিভাগের কর্মীদের আশ্বাসে গা ভিচ্ছে না স্থানীয়দের। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ গত দু'দিন ধরে বন বিভাগের কর্মীরা এই হনুমানটিকে ধরতে ব্যর্থ। যারা একটা হনুমানকে কাবু করতে পারে না, বনবিভাগের কর্মীরা কেমন দক্ষ তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

শুক্রবার সকালে অন্ডালের মুকুন্দপুর এলাকায় এক ব্যক্তিকে হঠাৎ আক্রমণ এবং হনুমানটি। এদিন সকাল পর্যন্ত প্রায় ছ'জনকে আক্রমণ করেছে হনুমানটি। তার মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত দু'দিন ধরে এলাকায় এভাবেও হনুমানের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। ধীরে ধীরে বনবিভাগের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের।

প্রতীকী অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদ: প্রতীকী অনশন ন, ভাতার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার নাগরিক কমিটির উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী প্রতীকী অনশন শুরু হয় ভাতার বাজার নাসিগ্রাম মোড়ে। এই কর্মসূচিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন ভাতার বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল সহ ভাতারের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন। এই কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এই অনশন কর্মসূচি বলে জানান ভাতার বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই প্রতীকী অনশনে যোগদান করেছেন। সকলেই এদিন ব্যাচ পরে এই অনশনে যোগ দেন। সকলের দাবি একটাই আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি।

বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদা শাখার চালক, কর্মচারীদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার বিকেলে ইংরেজবাজার শহরের সংশ্লিষ্ট ডিপো এলাকার সংগঠনের কার্যালয়ে আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগেই এই বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু মল্লিক, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদার ডিপো সম্পাদক বিপ্লব ঘোষ, সহ - সম্পাদক সমীর সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রায় ১০০ জন চালক ও কর্মচারীরা এই বিজয় সম্মিলনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই তাঁদের মিষ্টিমুখ করার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে সাংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি সহ নানান বিষয় নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়।

সিংহারণ নদীর জলের তোড়ে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি

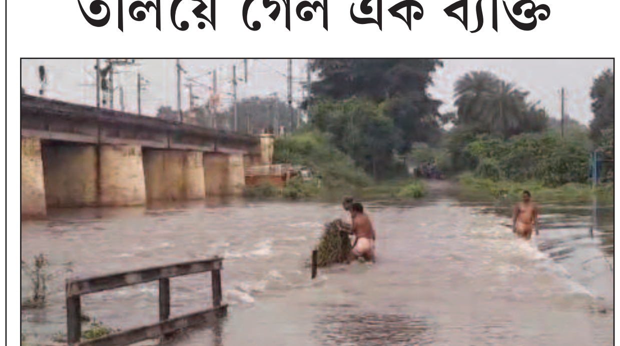

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের সিংহারণ নদীর জলের তোড়ে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি। জানা যায় , ওই ব্যক্তি অন্ডালের রামপ্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপল্লীর বাসিন্দা দেবাশীষ দত্ত (৫৭), পেশায় তিনি একজন সংগীত শিল্পী। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে একটা সংগীতানুষ্ঠান সেরে রাতে নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন অন্ডালের সিংহারণ নদীর ব্রিজ দিয়ে। কিন্তু গত দুই দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা প্লাবিত হওয়ায় ব্রিজের নিচের রাস্তায় প্রবল বেগে জল বয়ছিল। ব্রিজ পার হতে গিয়েই জলের তোড়ে ভেসে যান দেবাশীষ দত্ত এমনটাই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে স্থানীয়রা। যদিও ঘটনাস্থল থেকে তার স্কুটি উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু দেবাশীষ দত্তকে পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই অন্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়রা প্রাথমিক পর্যায়ে নদীর জলে উদ্ধার কার্য শুরু করেছে এবং খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে।

তবে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো? এবং তার সঙ্গে আরো কেও ছিল কিনা? আদও নদীর জলে তলিয়ে গেছেন না কি এর পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। সব ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে *পুলিশ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৯ অক্টোবর ২০২৪, ২ কার্তিক, শনিবার

কুণালের সঙ্গে বৈঠক, জুনিয়র ডাক্তারদের রোষে চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠকের পর চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট ঘিরে তৈরি হয় নতুন এক জল্পনা। কারণ, এই পোস্টে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, জুনিয়রদের ভালোর জন্য যা করার করেছি। আমি প্রথমে মানুষ, তারপর ডাক্তার। তারপর আমার রাজনৈতিক সত্ত্বা। বৃহস্পতিবার কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়। তবে নারায়ণবাবুর এই পোস্টের পরই পাল্টা তোপ জুনিয়র ডাক্তারদের।

যদিও জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন তুলে নেওয়া বা জট কাটার প্রসঙ্গেও কোনও কথা হয়েছে কিনা কুণাল ঘোষের সঙ্গে, তা জানাননি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বলেছেন, তিনি ডক্টরস ফোরামের কোনও পদে নেই। তিনি আন্দোলনকারীদের অভিভাবক মাত্র। এরপরই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার আসফাকুল্লা নাইয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘আপনি আমার একটি কথা আপনার ওয়াল-এ লিখেছিলেন ‘ভয় যেমন ছোঁয়াচে, সাহস তেমন ছোঁয়াচে। সেদিন থেকে আপনার সব পোস্ট দেখি। আপনার আজকের পোস্ট দেখে কষ্ট পেলাম। বৃহস্পতিবারের -এর মিটিং-এর পর থেকে আপনি বলেছেন, আপনি আগে ডাক্তার। তারপর মানুষ। আর হ্যাঁ, জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য কিছু প্লিজ করবেন না। জুনিয়র ডাক্তাররা সাধারণ মানুষের জন্যই রাস্তায়। আজকে থেকে সাধারণ মানুষের জন্য করুন। সবার জন্য করুন।’

বৃহস্পতিবার প্রায় ১ ঘণ্টা বৈঠক করেন আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষ। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে কথা হয়, বৈঠক হয় দু’পক্ষের। কুণালের সঙ্গে দেখা করার পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে নারায়ণ বলেন, ‘আমি এক জন নাগরিক। আমি এক জন চিকিৎসক। কুণাল ঘোষও এক জন নাগরিক এবং সাংবাদিক। আমি একজন প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমি একজন ব্যক্তিকে খারাপ কেন বলব? জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের সমাধান নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। যারা আন্দোলন করছে তারা আমার সন্তানের বয়সী। আমরা কেউ ওদের খারাপ চাই না।’

যদিও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বৃহস্পতিবারের বৈঠক ছিল বলেই জানান অপর সিনিয়র চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী।

তবে কী শাসকের নতুন কৌশল সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা?

ফের সিবিআই জেরা মুখোমুখি ময়নাতদন্তকারী ডক্টর অপূর্ব বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে ফের সিবিআইয়ের তরফ থেকে ডেকে পাঠানো হল ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস। শুক্রবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে যান তিনি। এরপরই শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদের পালা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অপূর্ব বিশ্বাসকে। সেই সময় সিজিও থেকে বেরিয়ে তিনি বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ময়নাতদন্ত তাড়াতাড়ি করার জন্য তাঁদের চাপ দেওয়া হয়েছিল।’ সেই চাপ দিয়েছিলেন

মৃতার ‘কাকু’ বলে পরিচয় দেওয়া একব্যক্তি। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এবার ফের জেরার মুখে অপূর্ব বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, গত ৮ আগস্ট নাইট শিফট ছিল তরুণী চিকিৎসকের। পরদিন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনার পর থেকে ফুঁসছে প্রায় গোটা রাজ্য। আন্দোলনে শামিল চিকিৎসকরা। দুদফায় কর্মবিরতি করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সুবিচারের দাবিতে ‘রাত দখল’ এবং ‘ভোর দখল’ও করেন আন্দোলনকারীরা। দফায় দফায় রাজপথে মিছিলও করেছেন তাঁরা। এদিকে তদন্তভার হাতে পেয়েই রহস্যভেদ করতে নেমে পড়েছেন সিবিআই আধিকারিকরাও। গ্রেপ্তার হয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তবে ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সেই রহস্যভেদেই চলছে জেরা।

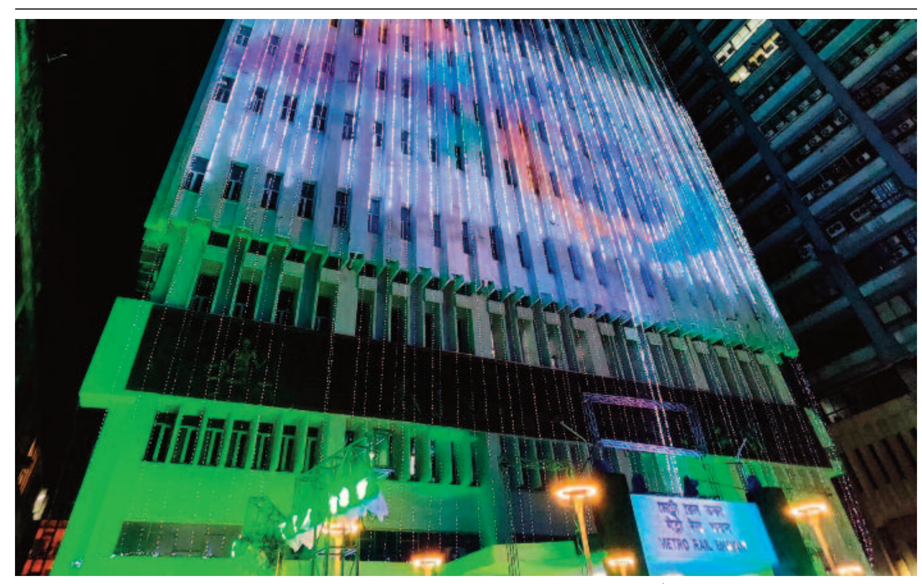

কলকাতা মেট্রো পরিষেবার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোক সজ্জায় সেজে উঠেছে কলকাতা মেট্রো ভবন।

আরজি করের এমআরআই যন্ত্রের গুণগত মান যাচাইয়ে বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের জমানায় আরজি করের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের এমআরআই যন্ত্রের গুণগত মান কতটা সঠিক তা এবার খতিয়ে দেখতে চাইছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্তত, এমনটাই খবর স্বাস্থ্যভবন সূত্রে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে সিবিআই। সন্দীপ জমানায় কলেজ ও হাসপাতালের যন্ত্রপাতি কেনাকাটা নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই। আর্থিক দুর্নীতির খতিয়ানে উঠে এসেছে ট্রমা কেয়ারের এমআরআই মেশিন-সহ বেশ কয়েকটি জীবনদায়ী যন্ত্র এবং ওষুধের কথা। ২০২২ সালে রোগী কল্যাণ সমিতি এবং ট্রমা কেয়ারের চিকিৎসকদের অনুরোধ মেনে এমআরআই মেশিন কেনা হয়। সিবিআই আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু করতেই প্যান্ডোরার বাক্সের মতো আর্থিক বেনিয়মের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

কলেজ ও হাসপাতালের যন্ত্রপাতি কেনাকাটা নিয়ে নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ স্বাস্থ্যভবন-এর গোচরে বিষয়টি আনা হয়েছে। আর এই ঘটনায় উঠে এসেছে দুই চিকিৎসক ডা.দেবাশিস সোম এবং অ্যানাস্থেশিয়ার সহকারী অধ্যাপক ডা. সুজাতা ঘোষের নাম। উল্লেখ্য, ২০২২

থেকেই এরা ট্রমা কেয়ার সেন্টারের দায়িত্বে। কিন্তু কলেজে কর্তৃপক্ষের দাবি, এই দুজনের কেউ হাসপাতালের টেন্ডার কমিটির সদস্য নয়। কিন্তু এমআরআই মেশিন কেনার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ খোদ স্বাস্থ্যভবনের।

সিবিআইয়ের প্রস্তাব মেনে দুই সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যদফতর কোনও পদক্ষেপ নেবে কি না বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তবে এমআরআই যন্ত্র কেনার পর কতবার স্লাইস (রিপোর্ট) পাওয়া গিয়েছে সে ব্যাপারে এবং তার গুণগত মানও দেখা হবে। কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মানস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন স্বাস্থ্য ভবন পরীক্ষা করবে। কলেজ বা হাসপাতালের কোনও ভূমিকা নেই। এদিন ডা. সুজাতা ঘোষের প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য বারবার ফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। আর জি করের বর্তমান অধ্যক্ষ ডা. মানস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে জানান, ‘স্বাস্থ্য ভবন তদন্ত করবে। একাধিক অভিযোগ আছে। সব তথ্য পাঠানো হয়েছে।’

এর মধ্যেই আরও একটি তথ্য সামনে এসেছে। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে শিয়ালদা আদালত টালা থানাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। চলতি বছরের ২১মার্চ। সূত্রের খবর, ওই অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখে টালা থানাকে ২১ মার্চের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। সেই ঘটনার কী হল এখন তাও জানতে আগ্রহী কলেজ কর্তৃপক্ষ। বস্তুত, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অপসারিত অধ্যক্ষ ডা. সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন আগেই সরব হয়েছিল। অভিযোগ জানানো হয় স্বাস্থ্য ভবনে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সন্দীপের আর্জি শুনতে রাজি নয় হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবারে অনটন, তাই ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে কিছু টাকা তুলতে চান আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ। এই আর্জি জানিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শুক্রবার তাঁর মামলাটি শোনার কথা আদালতে। সন্দীপ চেয়েছিলেন, তাঁর এই এফডি ভাঙানোর মামলাটি আগে শোনা হোক। কিন্তু সেই আর্জিতে আমলই দিল না আদালত।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার আদালতের দ্বারস্থ হন সন্দীপ ঘোষ। অবকাশকালীন বেঞ্চে সেই মামলা শোনার কথা ছিল। বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ঘরে ৬৩ নম্বর আইটেম ছিল ওই মামলাটি। আইনজীবী আর্জি জানান, এই মামলা আগে শুনতে হবে। বিচারপতি জানিয়ে দেন লিস্ট এগিয়ে আনা সম্ভব নয়। আরজি করে চিকিৎসক তরুণী খুন ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পরই হাসপাতালের একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে চলে আসে। সেই সূত্রেই সামনে আসে আরজি করের প্রাক্তন

অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নাম। হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে দেহ পাচার, একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সংস্থা সেই সব অভিযোগের তদন্ত করছে। আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। তাঁর একাধিক বাড়ি, গাড়ি-সহ বিপুল সম্পত্তির হদিশও পান তদন্তকারীরা। বেলেঘাটায় চারতলা বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি। এছাড়াও ক্যানিং-এ রয়েছে বাগানবাড়ি, কলকাতায় রয়েছে ফ্ল্যাট। তারপরও এত অনটন যে সংসার চালানো যাচ্ছে না!

অনিশ্চিত মেট্রো প্রকল্পের বউবাজার অংশের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের অধীনে থাকা বউবাজার অংশের কাজ শেষ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা জুড়ে দেওয়ার কাজ নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয় শুক্রবার। আদৌ এই কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হল খোদ কলকাতা মেট্রো জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় রেড্ডির কথায়। শুক্রবার মেট্রো ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা মেট্রোর সর্বময় শীর্ষকর্তা এই জেনারেল ম্যানেজার জানান, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে রয়েছে। সঙ্গে এও বলেন, ‘জটিলতার কারণেই আমি কোনও নির্দিষ্ট দিনের কথা ঘোষণা করতে পারব না এই প্রকল্প চালুর বিষয়ে। আমরা শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের জুড়ে দেওয়ার কাজ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করছি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বারবার যেভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাতে এখনই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় এই প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে এবং কবে সম্পূর্ণভাবে মেট্রো চালু হবে সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত।’

প্রসঙ্গত, তিন থেকে চারবার বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বউবাজার অংশে মেট্রো প্রকল্পের কাজ। তারপরেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায়

ঝাঁপিয়ে অনেকটাই কাজ শেষ করা গিয়েছে বলে মেট্রোর আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও ভূগর্ভে বেশ কয়েকটি অংশে কাজ শেষ করতে গিয়ে চরম জটিলতার মুখে পড়তে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের। সেই জায়গা থেকেই এই প্রকল্প শেষ হওয়া নিয়ে নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি হল। স্বাভাবিকভাবেই জেনারেল ম্যানেজারের এই বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অথৈ জলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয় যে, চলতি বছরের শুরুতে কলকাতা মেট্রো জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের শুরুতে বউবাজার এলাকার ভূগর্ভের কাজ শেষ হয়ে শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড জুড়ে যাবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে বলে মেট্রো সূত্রে খবর। এমনকি, সম্প্রতি ফের বিপত্তি দেখা যায় বউবাজারের মেট্রোর ভূগর্ভে। জল বেরোতেও দেখা যায়। বারবার কাজ করতে গিয়ে বিপত্তির মুখে পড়েছেন ইঞ্জিনিয়াররা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সংশ্লিষ্ট মেট্রো প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা কেএমআরসিএল’এর কর্তাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।

নৈহাটি স্টেশনের উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘অমৃত ভারত’ প্রকল্পে শিয়ালদা ডিভিশনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব রেল। সেই প্রকল্পে শিয়ালদা ডিভিশনের দমদম, বারাসত, সোনারপুর, নৈহাটি, কল্যাণী-সহ শহরতলির মোট ১৮টি স্টেশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে নৈহাটি জংশন ও কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশন। উন্নত যাত্রী প্রতীক্ষালয়, প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা, শেড নির্মাণ ও চলমান সিঁড়ি গড়ার কাজ খতিয়ে দেখতে শুক্রবার নৈহাটি ও কল্যাণীর ঘোষপাড়া স্টেশন পরিদর্শন করলেন রেলের অধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন, শিয়ালদা ডিভিশনে ১৮টি স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায়। এদিন তাঁরা নৈহাটি ও কল্যাণীর ঘোষপাড়া স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখলেন। তাঁর দাবি, শিয়ালদা ডিভিশনে উন্নয়নের কাজ ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, নৈহাটির সাবওয়েতে জল জমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাবওয়েতে জলজমার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করা হবে।

দুর্গা, লক্ষ্মীর প্রতিমা ভাঙার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের জমানায় আক্রান্ত দেবী দশভুজা এবং ধনের দেবী লক্ষ্মী। পুজোর মরসুমে রাজ্যের একাধিক জায়গায় মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার বেলায় ব্যারাকপুরে মিছিল করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এদিন ব্যারাকপুর জেলা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ব্যারাকপুর লালকুঠি থেকে প্রতিবাদী মিছিল শুরু করা হয়। পুলিশ কমিশনার কার্যালয়ের নিকটে এগোতেই পুলিশ সেই মিছিলকে আটকে দেয়। সেখানে দু’পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলে। অবশেষে ছয়জনের প্রতিনিধি দল পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে

বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, ‘মন্ডপে ঢুকে মা দুর্গা ও লক্ষ্মীর প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। অথচ সরকার ও প্রশাসন নিশ্চুপ। বাংলায় মা দুর্গা ও লক্ষ্মীকে সুরক্ষিত রাখতে এই সরকারের পতন হওয়া দরকার।’ তাঁর কটাক্ষ, বাংলাদেশে ইউনূসের শাসন আর বাংলায় মমতার শাসনের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। তিনি বলেন, সামনেই কালী পুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজো। ওই দুই পুজোয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা জানাতে এদিন তাঁরা পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন।

কলকাতার রাস্তা থেকে উধাও ৫০০-র বেশি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুম চলছে শহরজুড়ে। এরই মাঝে নতুন দুর্ভোগ শহরের যাত্রীদের। কলকাতায় গভীর সঙ্কটে গণ পরিবহণ ব্যবস্থা। পুজোর পরই কলকাতার রাস্তা থেকে উধাও ৫০০-র বেশি বাস। বাস মালিকরাও এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো বিপাকে পড়েছে। এরফলে বাড়ছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও। সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন সরকার চুপ করে বসে আছে, কেন এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পরিবেশ আদালতের নির্দেশ ছিল, ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, সেই পরিবহন আর রাস্তায় নামতে পারবে না। সেই নির্দেশই এবার কার্যকর হচ্ছে। পুজোর পর বেসরকারি রুটের প্রায় ৫৬৫টি যাত্রীবাহী বাস বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই একই কারণে প্রায় হাজার খানেকের বেশি বাস বসে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। অনেকেই বলছেন, সন্ধ্যা নামলেই খালি হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। বাস পাওয়া দায় হয়ে পড়েছে নিত্যযাত্রীদের জন্য।

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের করা ২০০৯ সালের একটি মামলার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, ১৫ বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলে আর কোনও বাস কলকাতা শহর তথা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথিরিটি (কেএমডিএ)-র এলাকায় চালানো যাবে না। শহর কলকাতার পরিবেশ রক্ষার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বাস মালিকদের সংগঠন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিষয়টি পাঠিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্টে।

এরপর গত ১ অগাস্ট থেকে সেই নির্দেশ কার্যকর করছে পরিবহণ দফতর। যে কারণে একের পর এক বাস শহরের রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবহণ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া

হয়। কিন্তু পরিবহণ দফতরের একাংশ বলছে, এ ব্যাপারে তেমন কোনও সক্রিয়তা নজরেই আসছে না দফতরের কর্তাদের মধ্যে। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও এ বিষয়ে কিছু বলছেন না।

পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, করোনা পরিস্থিতির সময়ের কলকাতায় বেসরকারি বাস চলত ৪ হাজার ৮৪০টি। কোভিডের সময়ে বহু বাস বসে যায়। এখন চলাচল করছে ৩ হাজার ৬১৫টি বাস। মিনিবাসের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৬৪ টি। পরবর্তীতে সংখ্যাটা কমে হয় ১, ৪৯৮টি। তারপর আরও ৫৬৫টি বাস বসে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি বাস মালিকদের লিজের ভিত্তিতে সরকারি বাস ব্যবহারে ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনও লাভ হচ্ছে না বলেই বেসরকারি বাস পরিবহণের কর্তারা জানিয়েছেন। সিটি সাব-আর্বান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা জানান, এই বিষয়ে প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা নিলে যাত্রীরাও উপকৃত হবেন। বহু বাস মালিক বুঝেই উঠতে পারছেন না, কী করা উচিত। তাঁদের বাস এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ রেখে দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, ১৫ বছর পরও অনেক বাসের ইঞ্জিন ভাল থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কেন বসিয়ে দেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী। তিনি বলছেন, এমন নিয়ম হওয়া উচিত, যাতে ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর কোনও পরীক্ষা করা হয়। বাসটির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

কৃষ্ণনগর কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত সক্রিয় রাহুল অংশ নেয় রাত দখল কর্মসূচিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগরে নির্যাতন-খুন কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত রাহুল বসু আরজি কর নিয়ে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে ‘রাত দখল’ কর্মসূচিতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। আন্দোলনে এসে শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগই চায়নি, তাঁর মৃত্যুকামনাও করেছিল, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের।

একজন মহিলার ওপর অপরাধের জন্য ধৃত রাহুল বসুর মতো ব্যক্তিদের ভণ্ডামিকে নিন্দা করে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি শাখার রাজ্য ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য জানান, ‘কৃষ্ণনগর নির্যাতন-খুন মামলার প্রধান অভিযুক্ত রাহুল বসুর কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখে স্পষ্ট যে, সে নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল। ‘আমরা বিচার চাই’ স্লোগান দিচ্ছিল। কিন্তু আজ আমরা দেখলাম, সে নিজে একটি নির্যাতন-খুনের ঘটনায় জড়িত।’

একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ‘আপনি যদি তার ফেসবুক প্রোফাইলটি খোলেন, তাহলে আরজি করের নির্যাতিতার জন্য ন্যায় বিচার চেয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে অসংখ্য পোস্ট দেখতে পাবেন। দুঃখের বিষয় এটাই যে, একজন যে ন্যায়বিচার চেয়েছিল, সে-ই এখন কৃষ্ণনগরে নির্যাতন-খুন কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত। এটা দেখায় কীভাবে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগানের আড়ালে এই ধরনের অসৎ লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

পাশাপাশি এও জানান, আরজি কর ধর্ষণ-হত্যা মামলাকে ঘিরে এই আন্দোলনের পিছনে কিছু ‘পলিটিক্যাল এলিমেন্ট’ লুকিয়ে আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেছেন যে, এই ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু পলিটিক্যাল এলিমেন্ট লুকিয়ে আছে। যাদের মধ্যে একজন সিপিআই (এম)। যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়েছিলেন তারা কেউই সাধারণ জনগণ নন। হয় তাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে, আর নয়তো তাদের রাহুল বসুর মতো অপকর্মের মানসিকতা রয়েছে। ১৪ অগাস্ট ‘রাত দখলে’ সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পেরেছেন যে, এই আন্দোলন রাজনৈতিক দলের দখলে চলে গিয়েছে, তখনই তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন।

এমনকি এটাও সামনে এসেছে যে, ২০০০ সালের এসএফআই-এর সক্রিয় নেতা ডক্টর সুবর্ণ গোস্বামীকে ২০০১ সালের অগাস্ট মাসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অভিযোগ শাসক দলের। কলেজের হোস্টেল থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষ তাঁর এক্স- হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন শেয়ার করেন।

সম্পাদকীয়

অনেক কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা হয় সব ক্ষেত্রের ঠিকাকর্মীদের

আর জি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, নিরাপত্তায় ঠিকাকর্মী কেন? এখন বেশির ভাগ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা কর্মীরা হলেন ঠিকাকর্মী। নিরাপত্তার জন্য ঠিকা নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করে নিরাপত্তাকে যে সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয় তা কেবল হাসপাতাল নয়, সব ক্ষেত্রেই কম-বেশি সত্য। প্রায় সমস্ত সরকারি অফিস, রেল, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, কয়লা, এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক কর্মী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও আজকাল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি। ব্যাঙ্কের উদাহরণই ধরা যাক। ব্যাঙ্কে কেবল নিরাপত্তা রক্ষী নয়, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণির কর্মী, এমনকি আধিকারিকদের একাংশকেও চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখার টাকার ভল্ট, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোটা অঙ্কের টাকা পরিবহণের সময়, সোনাদানা গচ্ছিত রাখার লকারের নিরাপত্তার দায়িত্বও দিনে দিনে স্থায়ী কর্মীদের হাত থেকে বাইরের ঠিকাদারদের অধীনে কর্মরত ঠিকাকর্মীদের হাতে ন্যস্ত হচ্ছে। লক্ষ্য, খরচ কমানো। 'সম কাজে সম বেতন' নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় অনেক কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা হয় এই ঠিকাকর্মীদের। কোথাও কোথাও বাধ্য করা হয় ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতেও। এই নিরাপত্তা কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। যখন-তখন চাকরি চলে যাওয়ার ভয় তো আছেই, তার সঙ্গে ন্যায্য, ন্যূনতম মজুরিও বিভিন্ন কারণে পাওয়া যায় না। ইউনিয়ন করলে বা কোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রম আদালতের দ্বারস্থ হলেও বিভিন্ন দিক থেকে 'হুমকি'-র মুখে পড়তে হয়। অধিকাংশ ঠিকাদার 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না' ভাবনাকে সযত্নে লালন-পালন করেন। দায়বদ্ধতার তারতম্যের কারণে এর পরিণামও মন্দ হতে বেশি সময় নেবে না। এ সব যে সীমাহীন দুর্নীতি এবং জনসাধারণের দুর্ভোগের উৎস, তা নিবন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে কারণে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই জনকল্যাণে ও প্রকৃত নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমান ঠিকাকর্মীদের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ী কর্মীতে রূপান্তরিত করার কাজটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, এমনকি অবসরপ্রাপ্তদের পুনরায় নিয়োগ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দক্ষ প্রশাসনের পরিপন্থী বলে যে যুক্তি বিভিন্ন মহল থেকে তোলা হচ্ছে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শব্দবাণ-৭৫

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দুই ভাগের যেকোনো একভাগ ৩. অদ্ভুত, বিস্ময়কর ৫. তবলা— ৬. লক্ষ্মীদেবী, কমলা ৭. নিরেট ৯. ঢাকজাতীয় এক বাদ্যযন্ত্র ১১. ভঙ্গুর ১২. রং করা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.সমুদয়, সমস্ত ২. কাঁসার বাটি ৩. ভাই বা বোনের শ্বশুর ৪. বড়ো নৌকাবিশেষ ৭. মনস্তাপ ৮. অস্বাভাবিক হওয়া ৯. রাগিণীবিশেষ ১০. উপাসনা, আরাধনা।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৪

পাশাপাশি: ২. উপলক্ষিত ৩. পাশবালিশ ৬. নয়নসার ৭.আপনপর।

উপর-নীচ: ১. সাবমেরিন ২. উৎপাদন ৪. বাজারদর ৫. শবেবরাত।

জন্মদিন

আজকের দিন

মাতঙ্গিনী হাজরা

১৮৭০ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন।
১৯২৪ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সানি দেওলের জন্মদিন।

কেন্দ্রের ভাষানীতি রূপায়ণ কতটা বিতর্কের ঊর্দ্ধে

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতে পাঁচ ভাষা ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ায় অনেক লেখালেখি হয়েছে বা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যবই, এর সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হচ্ছে বিস্তর।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের নিজস্ব ভাষা হিসাবে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং এর গুরুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। অনেকের মতে, এই চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের*একটি রূপ। গত কয়েক বছরে তার মাত্রা বেড়েছে। এ নিয়ে বিতর্কও হচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দির হয়ে বহুবার প্রকাশ্যে সওয়াল করেছেন। গোড়া থেকে এ ব্যাপারে দক্ষিণের অনীহা দেখে লিখেছিলেন, 'কোনো দ্রাবিড় যেন মনে না করে যে হিন্দি শেখা একেবারেই কঠিন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন বিনোদনের সময় থেকে নেওয়া সামান্য সময় একজন গড় মানুষ এক বছরে হিন্দি শিখতে সক্ষম হবে। আমি এটাও পরামর্শ দিতে চাই যে বড় পৌরসভাগুলি পৌর বিদ্যালয়গুলিতে শেখার জন্য একটি ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে হিন্দি চালু করতে পারে। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে দ্রাবিড়ের ছেলেমেয়েরা হিন্দি খুব সহজভাবে গ্রহণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী প্রায় সমস্ত তামিল এবং তেলুগু হিন্দিতে ভালো কথাবার্তা বলতে পারে। তাই আমি আশা করি যে মাদ্রাজের যুবকরা অর্থ ছাড়া হিন্দি শেখার সুবিধাটি নিজেরাই ব্যবহার করে প্রশংসা পাবে' ('তরুণ ভারত', ১৬-৬-'২০)।

আবার, ১৯৩৫ সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের ২৪তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'হিন্দি যদি ইংরেজির জায়গায় নেয়, আমি একজনের জন্য খুশি হব। ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব আমরা ভালো করেই জানি। আধুনিক সাহিত্য অধ্যয়নের আধুনিক জ্ঞান অর্জনের জন্য, বিশ্বের জ্ঞান অর্জনের জন্য, বর্তমান শাসকদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এবং এই জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে ইংরেজি জ্ঞান আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। বিষয়গুলি যেমন, আমাদের ইচ্ছা না থাকলেও ইংরেজি শিখতে হবে। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। কিন্তু ইংরেজি কখনই আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারে না। সত্য, এটা আজকের দৃশ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের উপর এর দখল প্রতিরোধ করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এটি আমাদের জাতীয় বিষয়গুলির পরিচালনায় একটি বড় স্থান দখল করে চলেছে।'

চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ১৯৩৭ সালে তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যালয়ে হিন্দি বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করলে প্রবল জনরোষ হয়। তিন বছর ধরে প্রবল আন্দোলন চলে। সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নর লর্ড এর্সকিন বিদ্যালয়ে হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কথা হয়েছিল ১৯৬৫-র ২৬ জানুয়ারির পর হিন্দিই হবে ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা। মাদ্রাজে হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ডিএমকে। দেশের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলের প্রবল বিরোধিতায় সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করা যায়নি। ১৯৬৩ সালে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ইংরেজিকেও মান্যতা দিতে বাধ্য হন।

১৯৫১ সালে ভারতে মাতৃভাষা হিসাবে প্রায় ১,৬৫২টি ভাষা ব্যবহৃত হত। যেখানে দেশের তৎকালীন প্রায় ৪৫ কোটি জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ ১৪টি ভিন্ন ভাষার একটিতে কথা বলে। সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল হিন্দি। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ-র কথ্যভাষা ছিল সেটি।

মুখে ভারতের সব ভাষার পুষ্টির কথা বললেও আদতে হিন্দিকেই ছলে বলে কৌশলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। কড়া প্রতিবাদ করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। 'হিন্দি ইংরেজি ও মাতৃভাষা' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, 'হিন্দিভাষীরা, অন্তত তাঁদের মধ্যে অনেক প্রোৎসাহী ব্যক্তি চান শুধু সরকারি কাজকর্মে কেন, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাবতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজির বর্তমান যে আসন সেটা দখল করবে হিন্দি, হিন্দিকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায়দিতে হবে, সমগ্র ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা বলেও এই হিন্দিকেই মেনে নিতে হবে। বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলুগু যেন বিজাতীয় ভাষা। না 'বিজাতীয়' ঠিক বলা হয়নি, খুব নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকতার ভান করে আমাদের অন্য সব জাতীয় ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা সংজ্ঞা দিয়ে কতকগুলি উপভাষা বা পল্লী অঞ্চলের মৌখিক বোলচালের ভাষার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে প্রায়' ('দেশ', বর্ষ ২৯, সংখ্যা ২৭। ২২ বৈশাখ ১৩৬৯। ৫ মে ১৯৬২)।

আবার অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা'-তে লিখেছেন, 'একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যান্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ-পনেরটি, সে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটি মাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। ... এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যান্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যে তামিলদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে।' ('দেশ', বর্ষ ৩০, সংখ্যা ২। ২৪ কার্তিক ১৩৬৯। ১৩ নভেম্বর ১৯৬২)। ১৯৮৩ সালে দেশ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলনে বাছাই ৫০টি প্রবন্ধের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিল আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই দুটি জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ।

শাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে উত্তর-পূর্বের ছাত্র সংগঠনগুলোও। এই ছাত্র সংগঠনগুলোর ভালো প্রভাব রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে। তারা জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যা বলছে, সেটা জোর করে চাপানো ছাড়া কিছু না। অসমের বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সইকিয়ার অভিযোগ, হিন্দিতে জোর দিলে ইংরেজি শেখায় ঘাটতি পড়বে। তাতে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হবে। মেঘালয়ের সাসপেন্ডেড কংগ্রেস বিধায়ক আমপারিন লিংডোও কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি জানি না, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার ষষ্ঠ তফসিল আইন অনুযায়ী মেঘালয়ের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দিতে পারে না। এই নির্দেশ এখানে লাগু করা যাবে না। এর পর ২০২৩-এর ৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ড অনুমোদিত হয়। সেটি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

'হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার' প্রতিবাদে ১৯৬৫-তে প্রবল দাঙ্গা হয় মাদুরাই এবং মাদ্রাজ রাজ্যে। সরকারি হিসাবেই মৃতের সংখ্যা হয় ৭০। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কথা দেন, অহিন্দি রাজ্যগুলো না চাইলে জোর করে কেবল হিন্দিকে সরকারি ভাষা করা হবে না। কিন্তু হিন্দির প্রসারের কেন্দ্রীয় চেষ্টার প্রতিবাদে ১৯৬৮ ও ১৯৮৬-তেও ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ ভারত।

ইংরেজির বিকল্প ভাষার পুষ্টিসাধনে গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সক্রিয়তা আগের তুলনায় বেড়েছে। ২০২১-এর ১০ অগস্ট সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটির ৩৬ তম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমাদের নেতারা আমাদের ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজিকে প্রাধান্য না দেওয়ার জন্য তাঁরা সচেতনতা দেখিয়েছিলেন। সে কারণেই আজ আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ। স্থানীয় ভাষাগুলোও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং দিনে দিনে সরকারি ভাষা হিন্দিও সমৃদ্ধ হয়েছে। কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করে বলেন, আমাদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিত যাতে স্থানীয় ভাষার বন্ধু হিসাবে সরকারী ভাষা হিন্দির বিকাশ সহজে ঘটতে পারে। চাপিয়ে দিয়ে করা উচিত নয়, চাপিয়ে দিলে হিন্দি প্রত্যাখ্যাত হয়ে মারা যেত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কারিগরি শিক্ষা এবং মেডিকেল শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে সরকারী ভাষায় অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়েছে। দেশে পরিবর্তন আসতে চলেছে। যদি কারিগরি শিক্ষা এবং চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম সরকারী ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহলে হিন্দিতে অধ্যয়নরত শিশুরা ডাক্তারি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডাক্তার হতে পারে। তারা হিন্দিতে গবেষণাও করতে পারে। একইভাবে কারিগরি শিক্ষায় প্রকৌশলের সব শাখার পাঠ্যক্রমও অনুবাদ করা হবে।

২০২২-এর ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটির ৩৭তম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফের এক দেশ এক ভাষার প্রশ্নে সরব হন। তিনি বলেন, ইংরেজির পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দিকেই আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার কথা ভাবছে সরকার। সেই কারণে তাঁর পরামর্শ, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষেরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন ইংরেজির বদলে উচিত হিন্দিতে কথা বলা উচিত। হিন্দিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে গোটা দেশে পড়ানোর ব্যাপারে এগোতেই প্রতিবাদ উঠতে শুরু করে। তামিলনাড়ু আগেই প্রতিবাদ করে।

বৈঠকে শাহ বলেন, দেশে সকলের জন্য এমন একটি ভাষার প্রয়োজন রয়েছে যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব পরিচয়কে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। একমাত্র হিন্দি ভাষার ক্ষমতা রয়েছে দেশকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার। শাহর যুক্তি ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৭০ শতাংশ কাজই এখন হিন্দিতে তৈরি করা হয়। তাই হিন্দির উপরেই জোর দেওয়াটা দরকার বলে মনে করেন তিনি। 'হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার' ওই মন্তব্যের সমালোচনা করে সরব হন বিরোধীরা। বিরোধীদের মতে, এ ভাবে একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার আদৌ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবে না। উল্টে তা দেশকে ভেঙে দিতে পারে। কংগ্রেস থেকে শুরু করে শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীরা অমিত শাহের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের মাতৃভাষা হিন্দি নয়। তা ছাড়া ভারতের মতো বৈচিত্রময় দেশকে একটি ভাষার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তাঁদের মতে, এ হল সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান নীতির অংশ, অতীতে যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও। যেখানে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। যে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছিল দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি। শাহের মন্তব্য প্রসঙ্গে ডিএমকে সাংসদ কানিমোজি বলেন, 'এতে হিতে বিপরীত হবে। হিন্দির মাধ্যমে ঐক্য বাড়াতে গিয়ে অনৈক্যই তৈরি হবে। বিভাজন তৈরি হবে দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের।' পিএমকে দলের নেতা এস রামডসের মতে, ভারতের সরকারি ভাষাগুলির মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করুক ইংরেজি। কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কটাক্ষ, 'ইংরেজিতে না হোক, অমিত শাহ অন্তত হিন্দিতেই বলুন দেশে কেন এত বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে? অতীতে ভাষা নিয়ে অনেক রক্ত ঝরেছে। তাই এ নিয়ে ফের দ্বন্দ্ব হোক তা মোটেই কাম্য নয়।'

শাহর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে টুইট করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া লেখেন, 'একজন কন্নাডিগা হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সরকারি ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম সংক্রান্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা জানাচ্ছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয় এবং আমরা সেটা কোনও দিন হতেও দেব না।' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁদের দল হিন্দির বিরোধী নয়। কিন্তু, যেভাবে হিন্দিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাঁরা এর বিরোধী।

শাহ 'ভারতের ভাষা' হিসাবে হিন্দির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ইংরেজির বিকল্প হিসাবে, বিশেষ করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগের জন্য এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার জন্য সমর্থন করেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হিন্দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় ঐক্যের বুননে একীভূত করা। এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। শাহ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ২২০০ জন হিন্দি শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন।

শাহ জানান, ইংরেজির বদলে হিন্দি পড়ানো হবে। সঙ্গে, স্থানীয় ভাষা যেভাবে পড়ানো হয়, সেভাবেই পড়ানো চলবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশকে অবশ্য এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়। কারণ, অরুণাচলে আন্তর্জাতিক মিশ্রিত ভাষা লিঙ্গুয়া ফ্র্যাংকা দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয়।

এই প্রস্তাব উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কট্টর বিরোধিতার মুখে পড়ে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিভিন্ন সংগঠন, এমনকী অসমের শীর্ষ সাহিত্য তত্ত্বাবধায়ক সংগঠন অসম সাহিত্য সভাও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। ওই সংগঠন আর্জি জানায়, কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পুনর্বিবেচনা করুক। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এভাবে হিন্দি আরোপ করলে এই অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় ক্ষুণ্ন হবে। তারা স্থানীয় ভাষা সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা রাখে।

শাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে উত্তর-পূর্বের ছাত্র সংগঠনগুলোও। এই ছাত্র সংগঠনগুলোর ভালো প্রভাব রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে। তারা জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যা বলছে, সেটা জোর করে চাপানো ছাড়া কিছু না। অসমের বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সইকিয়ার অভিযোগ, হিন্দিতে জোর দিলে ইংরেজি শেখায় ঘাটতি পড়বে। তাতে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হবে। মেঘালয়ের সাসপেন্ডেড কংগ্রেস বিধায়ক আমপারিন লিংডোও কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি জানি না, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার ষষ্ঠ তফসিল আইন অনুযায়ী মেঘালয়ের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দিতে পারে না। এই নির্দেশ এখানে লাগু করা যাবে না।

এর পর ২০২৩-এর ৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৮তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ড অনুমোদিত হয়। সেটি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করলে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে জানান তিনি। আঞ্চলিক ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সরকারি ভাষাও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। সমস্ত ভারতীয় ভাষার যথাযথ প্রসার ঘটলে দেশ শক্তিশালী হবে। যত ধীরেই হোক না কেন, কোনরকম বিরোধিতা ছাড়াই সরকারি ভাষাকে গ্রহণের মানসিকতা গড়ে ওঠা দরকার।

অমিত শাহ বলেন, সরকারি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা কোনও আইন বা নির্দেশিকা মেনে হয় না, তা হয় সদিচ্ছা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। নানা ভাষা আমাদের দেশের ঐক্যকে ধরে রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের ৯টি খণ্ড অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৯-এর পর থেকে তিনটি খণ্ড অনুমোদিত হয়। এইসব খণ্ড বিষয়ভিত্তিক। দ্বাদশ খণ্ডটি 'সরলীকরণ' সংক্রান্ত।

লেখক: একটি জাতীয় সংবাদ সংস্থার কনসাল্টিং এডিটর, উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যবই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।

প্রয়াত রতন টাটার ছবি নিয়ে মিছিল শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: শিল্পকে অস্ত্র করে সিঙ্গুরে পথে বিজেপি। রতন টাটার ছবি নিয়ে শোক মিছিল করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকেই রাজ্যের শিল্প নীতির তুলোধনা করেন। চাঁচাছোলা ভাষায় কটাক্ষবাণ শানিয়ে তিনি বলেন, 'ক্ষমতায় এলে আমরা হাতে-পায়ে ধরে টাটা কোম্পানিকে ফেরাব। আজ বাঙালি হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সিঙ্গুরের গোপালনগর সাহানাপাড়া থেকে টাটা কারখানার এক নম্বর গেটের কাছে পর্যন্ত মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী। ৬০০ মিটারের ওই পদযাত্রায় শুভেন্দুর সঙ্গে পা মেলান জেলার শীর্ষস্তরের অনেক পদ্ম নেতাও। তারপর করেন সভা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের হাতে দেখা গেল রতন টাটার ছবি। বিজেপির দাবি, সিঙ্গুরে টাটা কারখানা তৈরি করতে আসার পিছনে প্রকৃত নায়ক ছিলেন রতন টাটা। সে কারণেই টাটাদের কারখানার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় মঞ্চ বেঁধে শোকসভার আয়োজন।

প্রসঙ্গত, বাম আমলের শেষ লগ্নে সিঙ্গুর আন্দোলন বাংলার পাশাপাশি ঝড় তুলেছিল গোটা রাজ্যে। চলেছিল দীর্ঘ আন্দোলন, হয়েছিল অনশন। জননেত্রী হিসাবে উঠে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত ইতি পড়ে বাম শাসনে। মসনদে বসেন মমতা। সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে যাওয়ার পর রাজ্যে যে আর তেমন বড়সড় মাপের কোনও শিল্প আসেনি, সেই কথাও বার বার মনে করায় বিরোধীরা।

যদিও টাটা বিদায়ের দায় নিতে নারাজ মমতা। সাম্প্রতিককালেই বলেছিলেন, 'টাটাকে আমি তাড়াইনি, সিপিএম তাড়িয়েছে।' যদিও শুভেন্দু শুক্রবার বলেন, 'এই জমির সর্বনাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন বুদ্ধবাবু মেরে তুলে দিলে এই সর্বনাশ হত না।' এদিন আবার তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমের বিরুদ্ধেও এদিন সুর চড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বুদ্ধবাবুর কথায় চলত না। জ্যোতিবাবুর কথা চলত। সিপিএম নির্মূল করতে হবে। আমরাই বিকল্প। আমরাই বেকারত্ব ঘুচিয়ে শিল্পায়নের জোয়ার আনব।'

কাঁকসায় অজয়ের পাড় থেকে অবাধে বালি তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বনকাটি এলাকায় অজয় নদের পাড় থেকে বেআইনি ভাবে বালি তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে।

কাঁকসার বনকাটি গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁরা লক্ষ্য করেন বেশ কিছু বালি মাফিয়া ট্রাক্টরে করে অজয় নদের পাড় থেকে বালি তোলার কাজ করছে। পাশেই রয়েছে চাষের জমি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেআইনি ভাবে বালি তোলার ফলে অজয় নদের পাড় ভেঙে গিয়ে চাষের জমি বর্ষা কালে ধসে যাচ্ছে। বর্ষায় অজয় নদে জল বাড়লে পাড় ভেঙে এলাকায় অজয় নদের জল ঢুকে এলাকা প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি। অজয় নদের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। এই বিষয়ে বালি মাফিয়াদের বাধা দিতে গেলে উলটে বালি মাফিয়াদের হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ।

চিত্ত মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, যেখান থেকে অজয় নদের পাড়ের বালি কাটা হচ্ছে পাশেই তার এবং এলাকার বহু মানুষের চাষের জমি রয়েছে। সেই জমি তাঁর রেকর্ড করা জমি। বেআইনি ভাবে বালি তুলে পাচার করার ফলে বর্ষার সময় তাঁর জমি ধসে যেতে পারে। এই বিষয়ে তিনি কাঁকসা থানার দ্বারস্থ হন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনও রকম পদক্ষেপ করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

কাঁকসা পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে খবর পেয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, শুধু ওই এলাকায় বালি নয়, অজয় নদের পাড় কেটে মাটিও পাচার হয়ে যাচ্ছে। মাটি কেটে তার নীচ থেকে বালি তুলে তাও পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনের শাসন নয়,শাসকের আইন চলছে। তাই অবাধে লুটপাট চলছে। বনকাটি এলাকায় বালি পাচারের ঘটনায় শাসকদলের দিকেই আঙুল তুলে এই ঘটনায় পরোক্ষ ভাবে শাসকদলের যোগ আছে বলে তাঁর দাবি।

লক্ষ্মীপুজোর থিম হীরক রাজার দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। লক্ষ্মীপুজোর মণ্ডপের থিম 'হীরক রাজার দেশে'। যদিও ক্লাব কর্তৃপক্ষ মুখে কিছু না বললেও রাজ্যের টালমাটাল এই সময়ে বর্তমান সময়ের প্রতিচ্ছবিই তুলে ধরা হয়েছে বলেই ধারণা দর্শনার্থীদের বড় অংশের। মণ্ডপ দেখতে নামছে মানুষের ঢল। তারকেশ্বরের নাইটা মালপাহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রানাবাঁধ ও বেলবাঁধ গ্রামে দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ ধরে প্রায় ১৪ টি ক্লাব লক্ষ্মী বন্দনা করে আসছে। লক্ষ্মীপুজো মানেই এই এলাকায় জমজমাটি উৎসব।

মূলত কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ার কারণেই কৃষিজ ফসল উৎপাদনের হার যাতে বেশি হয় সে প্রার্থনাতেই লক্ষ্মী বন্দনা করেন বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। তবে শুধু লক্ষ্মী বন্দনাই নয়, মণ্ডপে মণ্ডপে থাকে নানা থিমের চমক। বিগত কয়েক বছর ধরে থিমের বৈচিত্রের কারণে ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই এলাকার লক্ষ্মীপূজা। শুধু হুগলি জেলা নয়, আশপাশের জেলা থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন ঠাকুর দেখতে। একেবারে মেলার আমেজ তৈরি হয়ে যায় গোটা এলাকায়।

গোটা বাংলা যখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করে তখন এই এলাকার মানুষ মেতে থাকেন লক্ষ্মী পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে। সমস্ত ক্লাব নিজেরাই নিজেদের মতো করে থিমের চিন্তা ভাবনা করে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু করেন পুজোর প্রায় তিন মাস আগে থেকে। এখানের বিবেকানন্দ ক্লাবের পূজা এবছর ৪৩তম বর্ষে পা দিয়েছে। তাদেরই এবার পুজোর থিম হীরক রাজার দেশে। মণ্ডপের সামনেই রাজা কে দড়ি ধরে টান মারছে প্রজা। সঙ্গে মণ্ডপ জুড়ে নানা উক্তি। এই মণ্ডপ দেখতেই নেমেছে মানুষের ঢল।

মেয়েকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করার ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে শক্তিগড় থানা এলাকার একটি গ্রামে। ওইদিন সন্ধ্যায় নাবালিকার মা লিখিত ভাবে শক্তিগড় থানায় অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে বাবাকে রাতেই গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই ব্যক্তিকে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

শক্তিগড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পকসো আইনের ধারায় বর্ধমানের বিশেষ আদালতে পেশ করা হয় ধৃত ব্যক্তিকে। ওই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তালডাংরার উপনির্বাচন মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগামী ১৩ নভেম্বর তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী তার আগেই শুক্রবার থেকেই খাতড়া মহকুমা দপ্তরে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হল। যদিও সর্বশেষ পাওয়া খবর এখনও পর্যন্ত এদিন কোনও দলের তরফে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়নি। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপেই যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মহকুমা শাসকের দপ্তরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে প্রশাসন। মূল ফটক ছাড়াও ভিতরেও পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী মোতায়েন রয়েছেন। একই সঙ্গে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন কাজে আসা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হলে তবেই পুলিশ কর্মীরা তাদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে তালডাংরার বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীকে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করে তৃণমূল। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সুভাষ সরকারকে হারিয়ে লোকসভায় যাওয়ার ছাড়পত্র আদায় করে নেন। ফলে নিয়মানুযায়ী অরূপ চক্রবর্তীকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়। এই অবস্থায় বিধায়ক শূন্য হয়ে তালডাংরা। ফলে এই কেন্দ্রে নির্বাচন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

দাবি নোটিশ ১৩(২) অধীন

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ("আইন") এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ("রুলস") সংস্থান অধীনে

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("ব্যাঙ্ক") অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক রুল ৩ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি নোটিশ (গুলি) জারি করেছেন, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু কিছু নোটিশ (গুলি) পোস্টাল মন্তব্য অনুসারে পরিবেশিত হয় না, তাই যে নোটিশ(গুলি) ঋণগ্রহীতাদের কাছে পরিষেবার বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	জামিনদত্ত সম্পদ
১	**ঋণগ্রহীতা (গণ) এর নাম** ১) এস এম ভ্যাজিটেবল অ্যান্ড ফ্রুট (ঋণগ্রহীতা) ২) সেফার মল্লিক (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩) সাবানা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা) **অনুমোদনের তারিখ** - ২২/০৭/২০২২ **লোন অ্যাকাউন্ট নং** - USFBKOLLOAN000005003929 **ঋণের পরিমাণ** - ১৫,৩২,৫৫৯.০০ টাকা **এনপিএ তারিখ :** ০২/০৯/২০২৪ **দাবি নোটিশের তারিখ :** ১৩/০৯/২০২৪ (১৪/০৯/২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) **দাবি নোটিশের পরিমাণ- ১৫,৩৭,৪৭৮.৫৮ টাকা** (১২/০৯/২০২৪ অনুযায়ী) সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা : সাদিকনগর, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ৬৩৩, সিএস খতিয়ান নং ১১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১০৬৫, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১০৬৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩২৬৪। থানা : বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এছাহক মন্ডলের ৮১ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** জরিপ মন্ডলের সম্পত্তি, **পূর্বে :** লতিফ মন্ডলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** খলিল মন্ডলের সম্পত্তি।
২	**ঋণগ্রহীতা (গণ) এর নাম** ১) এস এম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) ২) সুকান্ত দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৩) সোনালী শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৪) মিলন দে (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) অনুমোদনের তারিখ - ২৭/০৪/২০২২ লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর - CFSLKOLLOAN000005002790 ঋণের পরিমাণ - ১৫,০০,০০০.০০ টাকা এনপিএ তারিখ - ০২/০৯/২০২৪ দাবি নোটিশের তারিখ - ১৩/০৯/২০২৪ (১৪/০৯/২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) দাবি নোটিশের পরিমাণ - **১৪,৭৯,৮৯৭.০০ টাকা** (১২/০৯/২০২৪ অনুযায়ী) সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি ২ বসবাসের জন্য ব্যবহৃত মৌজা : মন্ডলগাঁতি, জেএল নং ৯৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৩, এলআর দাগ নং ৮১, গ্রাম বামনগাছি পশ্চিম আমীরপুর। পো : ব্যানার্জি পাড়া, থানা : দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩২৪৮। **চৌহদ্দি (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) :** **পূর্বে :** ৮ ঢালাই রোড, **পশ্চিমে :** ২৫ ইয়ার্ড, **উত্তরে :** ১৫ ইয়ার্ড, **দক্ষিণে :** ৮ ঢালাই রোড।
৩	**ঋণগ্রহীতা (গণ) এর নাম** ১) দি ভিলেজ ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট (ঋণগ্রহীতা) ২) সুকান্ত দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৩) শুভ্রদ্বীপ মৃধা (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৪) ঝর্ণা মৃধা (সহ-ঋণগ্রহীতা) **অনুমোদনের তারিখ** - ২৮/০৪/২০২৩ **লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর** - USFBKOLLOAN000005009379 **ঋণের পরিমাণ** - ১২,৬৯,৭৯১.০০ টাকা **এনপিএ তারিখ** - ০৩/০৯/২০২৪ **দাবি নোটিশের তারিখ** - ১৩/০৯/২০২৪ (১৪/০৯/২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে) **দাবি নোটিশের পরিমাণ - ১৩,০৪,৫৩৬.৪০ টাকা** (১২/০৯/২০২৪ অনুযায়ী) সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ৬ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ কমবেশি মৌজা : বাবানপুর, জেএল নং ১, তৌজি নং ১০৭, আরএস নং ৯, আরএস দাগ নং ১৮৬, এলআর দাগ নং ১৫০, আরএস খতিয়ান নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫৬, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৫৩৫,বাবানপুর, ওয়ার্ড নং ৭, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : **চৌহদ্দি (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) :** **পূর্বে :** স্কিম প্লট নং সি, **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং এ, **উত্তরে :** রাজু দাসের জমি এবং জমি দাগ নং আরএস ১৮৬ এবং এলআর ১৫০, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক এবং সাধারণ চলার পথ।

৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে আইনের বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ দ্বারা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী, আপনি এখানে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনো লেনদেন বা হস্তান্তর করতে পারবেন না, তা বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে যাই হোক। এই বিধানের কোন লঙ্ঘন একটি অপরাধ এবং আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য।
ঋণগ্রহীতারা চাইলে দাবি নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে পেতে পারেন এবং অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থান - পশ্চিমবঙ্গ তারিখ - ১৯.১০.২০২৪ — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসোর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমরোখালি,
ই এম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩ ইমেল - sbi.16286@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মন্টু কুমার মন্ডল, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১২৮৬৯ ইমেল আইডি - sbi.16286@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ [(দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) সংস্থান]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) অধীনে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ০৮.১১.২০২৪ সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ
ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/দায়বদ্ধ অবস্থায় জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট রয়েছে। **গাড়িগুলি সিজড করা হয়েছে** যা নেওয়া হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার (সিকিউরড ক্রেডিটর) দ্বারা বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ০৮.১১.২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিস্তারিতর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রম নং ১. **অমিত মান্না, এ/সি নং ৪১৬৪৯৮৭০৮১৩।** বকেয়া পরিমাণ : **৪,৭৯,৫৩৫ টাকা ২৯.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **২,৯৩,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) **২৯,৩০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **১,০০০.০০ টাকা।**
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৪
গাড়ির বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি লি., মারুতি সুজুকি অল্টো কে১০ভিএক্সআই, পেট্রোল, রেজি.নং : **ডব্লুবি৯৮এল৮৯৯৫,** রেজি. তারিখ : ০৮.০২.২০২৩, নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩, ইঞ্জিন নং **কে১০সিএন১১০৬৬৯৪,** চেসিস নং **এমএ৩এসএফএম৬১এসপিএ১৪৮৭৮৩,**

ক্রম নং ২. **ঋতিকা আগরওয়াল, এ/সি নং ৪২২১৪৬৬১৯০০,** বকেয়া পরিমাণ **১০,০০,২৭০ টাকা,২৯.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ। সংরক্ষিত মূল্য : **৬,৭৫,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) **৬৭,৫০০.০০ টাকা,** বর্ধিতকরণ মূল্য **১,০০০.০০ টাকা।**
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.১১.২০২৪
গাড়ির বিস্তারিত : মারুতি সুজুকি লি., মারুতি আর্টিগা স্মার্ট হাইব্রিড বিএক্সআই(ও), রেজি. নং **ডব্লুবি০২এইউ৩৫৯৮,** রেজি.তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩, নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩, ইঞ্জিন নং **কে১৫সিএন৭২০৭৪৮৩,** চেসিস নং **এমএ৩বিএনসি৭২এসপিএইচ৬৫৭২৬১।**

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দেখুন

তারিখ : ১৯.১০.২০২৪, স্থান : উত্তর কুমরোখালি — **অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা**

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) সুব্রত দত্ত এবং শ্রীমতি স্মৃতি কোনা দত্ত প্রামাণিক খ) হরিদাসমতি শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : হরিদাসমতি, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, হরিদাসমতি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ৮৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯১০, পরিমাণ ৫.৭৪ ডেসিমেল, এলওপি নং ৩, ৪ এবং ৫ (১.৮৯ ডেসিমেল - ১.৮৯ ডেসিমেল- ১.৯৬ ডেসিমেল যথাক্রমে) দলিল অনুযায়ী নং ৬৪৪৩ -২০১৯ সালের খতিয়ান নং ৮৪৮১, কৃষ্ণমতি দুর্গা মন্দিরের নিকট, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর সদর মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : স্মৃতি কণা দত্ত প্রামাণিক,** স্বামী সুব্রত দত্ত, গ্রাম : অযোধ্যানগর, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট কাঁচা রাস্তা এবং ময়না বালা হালদারের খালি জমি, পূর্বে : উত্তম হালদারের ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি।	ক) ৩০.০৭.২০২৪ খ) ১৭.১০.২০২৪ গ) ১০,২৩,০২৮.৪৭ টাকা (দশ লাখ তেইশ হাজার আঠাশ টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ১৭.১০.২০২৪
স্থান : বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KESORAM **কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম												
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪.৩৪	৫.২৩	৫.৫০	৯.৫৭	৯.৭২	২১.৯৬	৫৯.৬৭	৬৮.৮৯	৬২.৯১	১২৮.৫৬	১১৪.৮৬	২৭৪.৪১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(২.৭৬)	(২.২৪)	(৩.২৮)	(৫.০০)	(৫.৬৭)	(৭.৮৮)	(২৩.৯৫)	(১৯.৬২)	(২৬.৯৪)	(৪৩.৫৭)	(৫৪.০৯)	(৭৫.৫২)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২.৭৬)	(২.২৪)	(৩.২৮)	(৫.০০)	(৫.৬৭)	(২৩.১০)	(২৩.৯৫)	(১৯.৬২)	(২৬.৯৪)	(৪৩.৫৭)	(৫৪.০৯)	(৭৫.৫২)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২.৭৬)	(২৮.৪৯)	(৩.২৮)	(৩১.২৫)	(৫.৬৭)	(২৭.৫৩)	(২৩.৯৫)	(৪৫.৮৭)	(২৬.৯৪)	(৬৯.৮২)	(৫৪.০৯)	(৭৯.৯৫)
	অচলতি কার্যক্রম												
৫	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৪৫.৯৭)	(১৫.৫০)	(৩১.৭৮)	(৬১.৪৭)	(৩৭.৪৪)	(৩০১.৪৩)	(৪৫.৯৭)	(১৫.৫০)	(৩১.৭৮)	(৬১.৪৭)	(৩৭.৪৪)	(৩০১.৪৩)
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৪৪.০৩)	(৪৩.৯৯)	(৩৪.৫১)	(৮৮.০২)	(৪২.৫২)	(৩৩০.৮৮)	(৬৫.২২)	(৬১.৩৭)	(৫৮.৫৫)	(১২৬.৫৯)	(৯১.৩২)	(৩৭৮.৩৭)
৭	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৬.৫৯	-	-	-	-	-	(২১৫.৯৪)
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
১০	নিট মূল্য	২২৬.১৭	২৭০.২০	৬০২.৬৫	২২৬.১৭	৬০২.৬৫	৩১৪.১৯	(৭৬.৪৫)	(১১.২২)	৩৩৭.৩৭	(৭৬.৪৫)	৩৩৭.৩৭	৫০.১৫
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)												
ক)	**চলতি কার্যক্রম :**												
	- মৌলিক ইপিএস	(০.০৯)	(০.৯২)	(০.১১)	(১.০১)	(০.১৮)	(০.৮৯)	(০.৭৭)	(১.৪৮)	(০.৮৭)	(২.২৫)	(১.৭৪)	(২.৫৭)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(০.০৯)	(০.৯২)	(০.১১)	(১.০১)	(০.১৮)	(০.৮৯)	(০.৭৭)	(১.৪৮)	(০.৮৭)	(২.২৫)	(১.৭৪)	(২.৫৭)
খ)	**অচলতি কার্যক্রম :**												
	- মৌলিক ইপিএস	(১.৫০)	(০.৫২)	(১.০১)	(২.০১)	(১.১৮)	(৯.৭৯)	(১.৫০)	(০.৫২)	(১.০১)	(২.০২)	(১.১৮)	(৯.৭৯)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(১.৫০)	(০.৫২)	(১.০১)	(২.০১)	(১.১৮)	(৯.৭৯)	(১.৫০)	(০.৫২)	(১.০১)	(২.০২)	(১.১৮)	(৯.৭৯)
গ)	**চলতি এবং অচলতি কার্যক্রম :**												
	- মৌলিক ইপিএস	(১.৫৯)	(১.৪৪)	(১.১২)	(৩.০২)	(১.৩৬)	(১০.৬৮)	(২.২৭)	(২.০০)	(১.৮৮)	(৪.২৭)	(২.৯২)	(১২.৩৬)
	- মিশ্রিত ইপিএস	(১.৫৯)	(১.৪৪)	(১.১২)	(৩.০২)	(১.৩৬)	(১০.৬৮)	(২.২৭)	(২.০০)	(১.৮৮)	(৪.২৭)	(২.৯২)	(১২.৩৬)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com -তে পাওয়া যাবে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত ঋণপত্রের তালিকাচ্যুতি সম্পন্ন হয়েছে, তাই রেগুলেশন ৫২(৪) -এর অধীনে প্রয়োজনীয় প্রকাশগুলি প্রকাশিত ফলাফলের সাথে সরবরাহ করা হয়নি।
(খ) পূর্ববর্তী বছরে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ("বোর্ড") ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ -এ অনুষ্ঠিত তার সভায় কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("সংস্থা") এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড ("ফলাফলের সংস্থা") এর মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৩০-২৩২ -এর অধীনে একটি অ্যারেঞ্জমেন্ট স্কিম ("প্রস্তাবিত স্কিম") অনুমোদন করেছে যার নির্ধারিত তারিখ ১ এপ্রিল, ২০২৪। প্রস্তাবিত প্রকল্পে কোম্পানি থেকে সিমেন্ট ব্যবসা বিচ্ছিন্ন করার বিষয়টি জড়িত। মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের আদেশ অনুসারে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় প্রাপ্ত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন অনুসারে, কোম্পানি লেনদেনটিকে অত্যন্ত সম্ভাব্য হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং সিমেন্ট ব্যবসায়কে ইন্ড এএস ১০৫ অনুসারে বর্তমান ত্রৈমাসিকের বন্ধ অপারেশন হিসাবে দেখিয়েছে "বিক্রয়ের জন্য অনুষ্ঠিত এবং অপারেশন বন্ধ হয়ে গেছে"।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
(ঘ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮ অক্টোবর, ২০২৪

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
পি. রাধাকৃষ্ণান
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

CIN: L17119WB1919PLC003429 । ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121
ই-মেল : corporate@kesoram.com । ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

এবার থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে মোতায়েন থাকবে পোশাকধারী পুলিশ

থাকবে সিসি ক্যামেরা এবং আধুনিক নিরাপত্তার যন্ত্রাংশের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সিভিক ভলান্টিয়ারের বদলে এবার থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোতায়েন থাকবে পোশাকধারী পুলিশ। পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা এবং আধুনিক নিরাপত্তার যন্ত্রাংশের মাধ্যমে মুড়ে ফেলা হচ্ছে মালদা মেডিক্যাল কলেজকে। রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দিতেই এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। যেকোনো মুহূর্তে অযথা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে যাতে রোগীর আত্মীয়েরা গোলমাল না পাকাতে পারে, তারজন্যই কড়া নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়েই শুরু হয়েছে তদারকির কাজ।

শুক্রবার থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন চত্বরে অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরার বসানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারদের বদলে পোশাকধারী পুলিশ কর্মীদের টহলদারি শুরু হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের এমন ভূমিকায় কিছুটা হলেও চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এছাড়াও চিকিৎসা করতে আসা কোনো রোগীর পরিবারের লোকেরা যদি অযথাই গোলমাল করার চেষ্টা করে, তার সম্পূর্ণ তথ্য সিসি ক্যামেরায় উঠে আসবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পুলিশ।

মালদা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে মোট ২২৮টি সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এর আগে এই সিসি ক্যামেরার সংখ্যা ছিল ১৭১ টি। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রবেশ পথের মূল রাস্তার সমস্ত জায়গায় বসনো হচ্ছে সিসি ক্যামেরাগুলি। বড় এলইডি টিভির মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা মনিটরিং করছেন দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরানো হল সিভিক ভলান্টিয়ারদের। এতদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ২০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর সেই চিত্রটা বদলে গেল। তার পরিবর্তে হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে প্রতি শিফটে একজন করে এএসআই পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ আধিকারিক সহ সাত জন পুলিশ কর্মী। হাসপাতালে জরুরি বিভাগ, ট্রমা কেয়ার ইউনিট সহ একাধিক ওয়ার্ডে নজরদারি চালাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাসপাতাল থেকে সরানো হওয়ায় আরো বেশি নিরাপত্তা পাওয়ার আশঙ্কা করছেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা। এই সিদ্ধান্তে তারা খুশি।

মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখার্জি জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। খুব ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে বাড়তি নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে। যেসব জায়গায় রাতে আলোর অভাব ছিল, সেগুলি জায়গাতেও অতিরিক্ত বাতি বসানো হচ্ছে। এবার থেকে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে একেবারেই আঁটোসাঁটো রয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে স্কুলে নিমের বাগান তৈরি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে স্কুলে নিমের বাগান তৈরি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ঘোষপুর ইউনিয়ন নেতাজি বিদ্যাপীঠ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে তৈরি করা হল নিম গাছের বাগান। জানা গেছে, স্কুলের পাশেই রয়েছে বিরাট দিঘি। এই জলাশয়ের চার পাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয় ওই স্কুলের কর্তৃপক্ষ। ওই জলাশয়ের তিন পাড়ে অন্যান্য গাছ লাগানো হলেও পূর্ব পাড়ে কেবল নিমের বাগান তৈরি করার পরিকল্পনা নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেই মতো প্রায় ১০০০ থেকে ১৫০০ হাজার নিম গাছ আনা হয়। দিঘির পূর্বপাড়ে লাগানো হয় নিম গাছ। প্রসঙ্গত, নিম গাছ ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ, তাই এটি সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এর পাতা থেকে শুরু করে বীজ, সবকিছুই খুব উপকারী। ত্বক, পেট, চোখ এবং ভাইরাল সমস্যায় এর উপকার অসাধারণ। এর পাতা যেকোনো ধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে নিমের অতিরিক্ত ব্যবহার পুরুষত্বহীনতা ডেকে আনতে পারে। নিমে থাকা নিম্বোলাইড নামের উপাদান গলা,

অগ্ন্যাশয় বা প্রস্টেটের ক্যানসার প্রতিহত করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, যাঁরা ইতিমধ্যেই ক্যানসার আক্রান্ত এবং কেমোথেরাপির মতো চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও নিমপাতা উপকারী হতে পারে। কেমোথেরাপি চলাকালীন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। আর তখন নিয়মিত নিমপাতা খাওয়া গেলে শরীর সুস্থ থাকে, বাইরের জীবাণুর আক্রমণ সামলানো যায়। এমনটাই জানাচ্ছেন আরামবাগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। নিম গাছের ঔষধি গুণের কথা মাথায় রেখে এবং পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে নিমের বাগান করতে নামেন শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা। ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষক বরুণ কুমার মণ্ডল জানান, স্কুলের দিঘির পূর্ব পাড়ে নিমের বাগান তৈরি করা হয়েছে। মূলত ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য শেখ হায়দার আলি বলেন, এটা একটা অভিনব উদ্যোগ। নিমের বাগান এলাকার পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখবে। ওই স্কুলের ছাত্র অজয় পণ্ডিত বলেন, নিমের বাগান তৈরি করার পাশাপাশি পরিচর্যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নিম গাছ লালন পালন করার জন্য চার জন ছাত্র ছাত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা প্রত্যেক দিন এই গাছগুলি দেখাশোনা করবে। সবমিলিয়ে ওই স্কুল নিমের বাগান তৈরি করায় এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানায়।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল তারই পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাসপাড়ার আন্ধারুগছ গ্রামে। এই ঘটনায় ওই নাবালিকার পরিবারে পক্ষ থেকে চোপড়া থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া থানার গোয়াবাড়ির গেন্দাগছের গোয়ালগছ গ্রামের বাসিন্দা নির্যাতিতার মা ও তার ১১ বছরের মেয়েকে নিয়ে চলতি মাসের ৬ তারিখে দাসপাড়ার আন্ধারুগছ গ্রামে পিসির বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিল। পরের দিন ওই নাবালিকার পিসেমশাই রহমান ওই ১১ বছর মেয়েটিকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ২ কিলোমিটার দূরে একটি চা বাগানে নিয়ে যায়। ওই নাবালিকা মেয়েটিকে চা বাগানে নিয়ে গিয়ে তার হাত পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ধর্ষণের কথা কাউকে যাতে না বলে তার জন্য তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ওই নাবালিকা বাড়ি ফিরে কাউকে ভয়ে কিছু বলেনি। ওই নাবালিকা শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হওয়ায় ওই নাবালিকাকে পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পুরো ঘটনাটি তাদেরকে জানায় দুইদিন আগে। এরপরে ওই নাবালিকা পরিবারের সদস্যরা চোপড়া থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে রহমানের বিরুদ্ধে। ওই নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, আমার মেয়ে পিসির বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। তখন পিসা বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে। মেয়ে আমাদের কিছু বলেনি। গত বুধবারে গোটা ঘটনা আমাদের বলে। তারপর মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলে। রহমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আগামীতে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এমন কাজ করতে না পারে তার জন্য আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দাবি জানাচ্ছি। অন্যদিকে ওই নাবালিকার মা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমরা গরিব মানুষ আমরা কোথায় টাকা পাব উকিলদের দেওয়ার জন্য। আমার ননদের বরের উপযুক্ত শাস্তি হোক।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত পিসেমশাই রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস টেলিফোনে জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফুরফুরায় পীর বড়ো হুজুরের ইসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার ফুরফুরায় পীর বড় হুজুরের স্মরণে ঐতিহ্যবাহী ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর স্ত্রী ও সমস্ত পুত্রদের ইয়াদগারের এই সভা ৪৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী শেষ দোয়া করেন।জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেছিলেন পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী। পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী মাওলানা মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম এদিন হাজির ছিলেন।

পীর শায়খুল হাদীস, আল্লামা আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী এক বিবৃতিতে বিশেষ ভাবে দোয়া করেছেন। সহযোগিতায় ছিলেন ফুরফুরা বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী জমিয়তুল মুসলিমিন হিযবুল্লাহ্। সভার আগের খারিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন। দিন ফাতেহিয়া খারেজীয়া হিফজুল কোরআন ও দাওরাতুল হাদীস মাদ্রাসার সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের মধ্যে কোরআন তেলওয়াত ও গজল প্রতিযোগিতা পর্ব অংশ নেন। মোজাদ্দেদে যামান পীর হযরত দাদা হুজুরের পূর্ণ কামালিয়াতের অধিকারী পীর বড় হুজুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বহুবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড, জনহিতকর কাজকর্মগুলো বক্তারা তুলে ধরেন। মহম্মদ আলি ইউসুফ সামবিল ও মেশবাহুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হকার উচ্ছেদ অভিযানে শুরুতেই বাধার মুখে রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অমৃত ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত রেল স্টেশনগুলোকে আধুনিক করা হচ্ছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে চন্দননগর স্টেশনেরও। গত ৪ অক্টোবর চন্দননগর স্টেশন সংলগ্ন হকারদের উচ্ছেদের জন্য একটি নোটিশ ধরানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৪ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৮ অক্টোবরের মধ্যে রেলের জায়গা দখল করে রাখা হকারদের উঠে যেতে বলা হয়।

শুক্রবার সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে হকার উচ্ছেদ করতে যায় রেল। অভিযানের শুরুতেই বাধার মুখে পড়তে হয় রেল পুলিশকে। রেল পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বচসা হয় হকারদের। বাম বিজেপি কর্মীরাও জড়ো হন। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। উপযুক্ত পুনর্বাসন না দিয়ে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না এই দাবিতে বিক্ষোভ চলতে থাকে। চন্দননগর স্টেশনে ঢোকার মুখেই রেলের জায়গায় প্রায় ৩ দশক ধরে ব্যবসা করে খাচ্ছেন ৫০ এর বেশি হকার। এর আগেও তাঁরা উচ্ছেদের নোটিস পেয়েছিলেন।

চন্দননগর হকার কো-অপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক দেবব্রত দে বলেন, 'আমরা ১৯৯২ সাল থেকে রেলের কাছে আবেদন করেছি। রেলকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আমরা ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু সেই কথা রেল শোনেনি। ডিআরএম থেকে রেলমন্ত্রী সর্বত্র জানানো হয়েছে। তারপরও কোনও সমাধান হয়নি। তাই আইনি পথে আমরা যাই। হাইকোর্টে মামলা হয়। হাইকোর্ট রেলের পক্ষে রায় দেয়। আমরা গত মাসে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করি। সেই মামলার আজ শুনানি ছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্টে অর্ডার দিয়েছে। উচ্ছেদ হলে পরিবারগুলোর চলবে কী করে।'

হকার সংগঠনের পক্ষে সিআইটিইউয়ের বিশ্বজিৎ মুখার্জি বলেন, 'পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যায় না। রেল সে কথা শুনছিল না। সুপ্রিম কোর্টে এদিন স্টে অর্ডার হয়েছে। আবার জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখে এই মামলার শুনানি হবে। তার আগে কোনও উচ্ছেদ করা যাবে না।' অমৃত ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত রেল স্টেশ গুলোকে আধুনিক করা হচ্ছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে চন্দননগর স্টেশনেরও। সিটু নেতা ঐক্যতান দাশগুপ্ত বলেন, 'মানুষের জন্য উন্নয়ন মানুষকে বাদ দিয়ে কখনও উন্নয়ন হয় না। সুপ্রিম কোর্টের যে রায় রয়েছে হকার উচ্ছেদের বিষয় তাকে মানতে চায় না রেল। তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত রেল পুলিশের আধিকারিকরা এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

সিপিএমের প্রতিবাদ ধর্না

আরজি কর কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের মৃত ডাক্তার ছাত্রী তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে শুক্রবার প্রতিবাদ ও ধর্না কর্মসূচি করল সিপিএম। এদিন সকাল ১০টা থেকে চারটে পর্যন্ত কর্মসূচিটি হয় অণ্ডাল থানার প্রবেশপথের মূল গেটের সামনে। উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য প্রবীর মণ্ডল, এরিয়া কমিটির সম্পাদক অঞ্জন বক্সি সহ অন্যরা। এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেয় বাম মনোভাবাপন্ন বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরাও।

সিপিএম নেতা প্রবীর মণ্ডল বলেন, ঘটনার পর ৬৮ দিন পেরিয়ে গেল কিন্তু এখনও তিলোত্তমা বিচার পাইনি। দেশজুড়ে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন জারি রেখেছেন। তাঁরা আমরণ অনশন কর্মসূচিতে বসেছেন। রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ বিদেশে বসবাসকারী অনাবাসীরাও আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। আমরাও ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।' বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে জানান তিনি। উপস্থিত অন্য নেতারা দ্রুত তদন্ত করে ডাক্তার ছাত্রীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটন ও ন্যায় বিচার দাবি জানান।

প্রার্থী নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া উপনির্বাচনে ভূমি পুত্রকে প্রার্থী করতে হবে এই দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট নাগরিক সমাজ ও তৃণমূলের একাংশের। প্রশ্ন উঠছে উপনির্বাচনের আগে হাড়োয়ায় কি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে? রাজ্যে আগামী ১৩ নভেম্বর ছটি বিধানসভায় উপনির্বাচন তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার হারোয়া বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। প্রার্থীর দৌড়ে আছেন বসিরহাটের সাংসদ ও হাড়োয়ার প্রাক্তন বিধায়ক হাজি শেখ নুরুল ইসলামের মেজো ছেলে রবিউল ইসলাম ও দাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল হাই। আবদুল হাই স্থানীয় হলেও রবিউল বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা। সেই অর্থে বহিরাগত। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত। হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী হিসেবে চাই এই দাবিতে পড়ল পোস্টার, সেই পোস্টার সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রচারের ঝড় তুলেছে। ভূমিপুত্রের প্রার্থী দাবিতে সাধারণ মানুষের দাবি দীর্ঘদিন তারা ভূমি পুত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং পারস্পরিক গ্যাপ তৈরি হয়েছে। সে কারণেই হাড়োয়ার ভূমিপুত্রকেই তারা প্রার্থী চাই এমন দাবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি হাড়োয়া ব্লকের চারটি অঞ্চলে পড়ল পোস্টার। আগামী ১৩ নভেম্বর ১২১ হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ হতে চলেছে তার আগে পোস্টার ভিড়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদি এখনো পর্যন্ত প্রার্থী ঘোষণা হয়নি এই নিয়ে হাড়োয়ার তৃণমূল নেতৃত্ব মুখে কুলুপ এসেছে। কে বা কারা নাগরিক সমাজের নাম করে পোস্টার দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, অন্যদিকে একাধিক সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন নামে। অন্যদিকে কয়েকদিন আগেই নানান দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আবদুল হাই এর বিরুদ্ধেও পোস্টার পড়েছিল। এক কথায় হাড়োয়ায় প্রার্থী ঘোষণার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

কেন্দায় ধস, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ফের জামুড়িয়ার কেন্দা এরিয়ার নিউ কেন্দা কোলিয়ারি দু'নম্বর কাহারপাড়ার সামনে ভয়াবহ ধস। ঘটনাকে ঘিরে নিউ কেন্দা কোলিয়ারি দু'নম্বর কাহারপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রায় ৫০ ফুট চওড়া এবং ১২০ ফুট গভীরতা এই ধসের। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার খবর দেন কেন্দা এরিয়ার এজেন্ট কার্যালয়ে খবর পাওয়া মাত্রই ইসিএলের আধিকারিকরা ওই জায়গাটি মাটি দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা চালান। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ রাম জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ এলাকায় বিশাল বিস্ফোরণের সঙ্গে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠার ফলে এই ধসের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর দাবি, ১০ বছর আগে কেন্দা কোলিয়ারির দু'নম্বর কাহারপাড়ায় একবার ধসের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় ইসিএলের পক্ষ থেকে কিছু কিছু পরিবারকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিন্তু বাকি পরিবারগুলির পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। ইসিএলের পক্ষ থেকে খালি পুনর্বাসনের আশ্বাস পাওয়া যায় কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ইসিএলের আধিকারিকরা আশ্বাস দেন কিন্তু কথা রাখেন না। আর মৃত্যু ভয় বুকে নিয়েই ধসপ্রবণ এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয়রা।

কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে সূচনা হল বোল্লা রক্ষা কালী মা'র পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে সূচনা হল এবছরের বোল্লা রক্ষা কালী মাতার পুজোর। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর তথা উওরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত ও বৃহত্তম বোল্লা কালী পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বোল্লাতে অনুষ্ঠিত এই বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর এই এলাকায় চারদিন ধরে মেলা বসে। মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। লোক সমাগমের নিরিখে এই মেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্ববৃহৎ মেলা। শুক্রবার বোল্লা কালী মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে মাতৃ মূর্তির কাঠামো তুলে এনে কাঠামো পুজো হয় মহা ধুমধামে। এদিন কাঠামো পুজোতে মাকে নিবেদন করা হয় ৫৬ রকমের ভোগ, যার মধ্যে ছিল বাতাসা, ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। এই কাঠামোয় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে রাশ পূর্ণিমার পরের শুক্রবার মায়ের পুজো হবে। কাঠামো পুজো সহ প্রতিমা নির্মাণের

শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে এদিন মন্দির চত্বরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এবিষয়ে বোল্লা মন্দিরের পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী জানান, 'কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে আজ থেকে মাকে জাগানো হল। এবছর ২২ নভেম্বর মায়ের পুজোর দিন। আগামী শুক্রবার থেকে মায়ের মূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

এ বিষয়ে বোল্লা পুজো কমিটির ম্যানেজার মানুষ রঞ্জন চৌধুরী জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরের পাশের পুকুর থেকে কাঠামো তুলে পুজো করার মধ্য দিয়ে মায়ের পুজোর অনুষ্ঠানে কাজের শুভ সূচনা হল। মায়ের পুজোয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রাজ্যের পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকেও প্রচুর ভক্ত এখানে আসেন।'

হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিদ্যালয়ে পূজা অবকাশে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে মেদিনীপুর সায়েন্স সেন্টার ও মেদিনীপুর কলেজ সেন্টার ফর সাইন্টিফিক কালচার।

মেদিনীপুর কলেজে এই শিবির দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। ১৮ ও ১৯ শে অক্টোবর প্রথম অংশে ষষ্ঠ শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। ২০ থেকে ২২ শে অক্টোবর দ্বিতীয় অংশে অষ্টম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগ দেবে। সায়েন্স সেন্টারের সম্পাদক সুচাঁদ কুমার পান জানান, আমাদের লক্ষ্য, বিদ্যালয় অবকাশে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখার আনন্দ ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করানো। শিক্ষার্থীদের পদার্থবিদ্যা বিষয়ে হাতকলমে কাজ করান মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চন্দ্র সামন্ত। ডঃ সামন্ত বলেন, বিদ্যালয় স্তরেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতে কলমে বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি করে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে পারব।

শ্লীলতাহানি-কটূক্তির অভিযোগে দু'জনকে পুলিশে এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা থানা এলাকার দুই মহিলাকে শ্লীলতাহানি এবং কটূক্তির অভিযোগে দু'জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কালনা ধর্মডাঙা এলাকায়। সেখানে একটি লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে গ্রামীণ মেলা চলছিল। আর সেখানেই ওই যুবকরা উপস্থিত হয়ে মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করার পাশাপাশি তাদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রাতেই কানলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়, সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে কালনা থানা পুলিশ। ধৃতরা হলেন হুগলি জেলার বাসিন্দা গিরীন্দ্রনাথ মাঝি ও উৎপল দাস। ধৃতদের শুক্রবার কালনা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক।

নদীর জলের তোড়ে তলিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের সিংহারণ নদীর জলের তোড়ে তলিয়ে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। সূত্র মারফত জানা যায়, ব্যক্তি অণ্ডালের রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েতের শ্রীপল্লির বাসিন্দা দেবাশিস দত্ত ৫৭, পেশায় সংগীত শিল্পী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের একটা সংগীতানুষ্ঠান সেরে সেই রাতে নিজের স্কুটি বাড়ি ফিরছিল অণ্ডালের সিংহারণ নদীর ব্রিজ দিয়ে। কিন্তু গত দু'দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা প্লাবিত হয়েছিল। ব্রিজের নীচের রাস্তায় প্রবল বেগে জল বইছিল, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ সেই ব্রিজ পার হতে গিয়েই জলের তোড়ে ভেসে যান দেবাশীষ বাবু এমনটাই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে তার স্কুটি উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু দেবাশীষ বাবুকে পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে অণ্ডাল থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়রা প্রাথমিক পর্যায়ে নদীর জলে উদ্ধারকার্য শুরু করেছে। খবর দেওয়া হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে।

তবে কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল? দেবাশিসবাবুর সঙ্গে আরও কেউ ছিল কিনা? নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছেন না কি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সব ঘটনার তদন্তে নামছে পুলিশ।

জল নামতেই বাঁধ নির্মাণে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কথা দিয়ে কথা রাখলেন রাজ্য সরকার, দামোদর নদের বাঁধ ভেঙে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল একাধিক গ্রাম, এলাকা থেকে জল নামতেই বাঁধ নির্মাণে তৎপর প্রশাসন।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের সমিতি মানা, রাঙামাটি, কেনেটিমানা, উত্তর নিত্যানন্দপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। জলের তলায় চলে গিয়েছিল হাজার হাজার বিঘা সবজির জমি, জলের তলায় ছিল একাধিক বাড়ি, গৃহবন্দি হয়ে

পড়েছিলেন বহু মানুষ। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এলাকায়। বেশ কয়েক জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল এবং সেই বাঁধ দিয়ে গ্রামে জল ঢুকেছিল। এই পরিস্থিতিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর এলাকা থেকে কিছুটা জল নামতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে এবং এলাকা পরিদর্শন করতে গ্রামে পৌঁছে যান বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন, বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আধিকারিকদের দেখে গ্রামের মানুষের একটাই দাবি ছিল তাদের নদীবাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে এবং বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে হবে। আধিকারিকরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বন্যা কবলিতা এলাকার মানুষদের। তাদের কথামতো এবার প্রশাসনিক তৎপরতায় শুরু হল নদীবাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ। রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে কাজ।

প্রশাসনিক এই তৎপরতায় ব্যাপক খুশি এলাকার মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, এতে করে তাদের হয়তো কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে বন্যার সময়। তবে এই বাঁধ যদি কংক্রিটের তৈরি করা হত তবে স্থায়ী ভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

মেদিনীপুরে উপ নির্বাচনে লাগু আদর্শ আচরণ বিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্যের মোট ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচন হবে ১৩ নভেম্বর। সেজন্য শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কাজ। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩০ অক্টোবর। জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক খুরশেদ আলি কাদেরি এবং রিটার্নিং অফিসার মধুমিতা মুখার্জি জানান, মেদিনীপুর কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯১৬৪৩ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১৪৮১০০ জন। মোট বুথের সংখ্যা ৩০৪ টি। প্রতিটি বুথেই ওয়েব কাস্টিং হবে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ইতিমধ্যেই লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণ বিধি। মোট তিনটি নাকা চেকিং করা হয়েছে। ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক সারভাইলেন্স টিম কাজ শুরু করে দিয়েছে। ৮৫ বছর বয়সি ২৬০৭ জন বয়স্ক ভোটারের এবং ৭৮২ জন প্রতিবন্ধী ভোটারের বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। মেদিনীপুর পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ড, মেদিনীপুর সদর ব্লকের ৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শালবনি ব্লকের ৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটাররা ভোট দেবেন।

দিল্লি এইমসে যৌন হেনস্থা, জাত তুলে গালিগালাজ

অভিযুক্ত মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: দিল্লি এইমসে মহিলা নিরাপত্তারক্ষীকে যৌন হেনস্থা এবং জাত তুলে গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেল তাঁরই উর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এইমসের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখ ছেন এইমস কর্তৃপক্ষ। তবে এইমসের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, কাজের 'রস্টার' জানার জন্য ওই আধিকারিকের কাজে গিয়েছিলেন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী। অভিযোগ, সেই সময়েই তাঁকে যৌন হেনস্থা করা হয়। শুধু তা-ই নয়, জাত তুলে গালিগালাজও করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর লিখিত অভিযোগের পরই এইমস কর্তৃপক্ষ তদন্তকমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন এইমসের 'গ্রিভান্স কমিটি'র প্রধান তথা ডিন কেকে বর্মা। এ ছাড়াও এই তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন বায়োফিজিক্স বিভাগের প্রধান পুনিত কউর। সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ওই কমিটিকে।

গত ৩ অক্টোবর তপসিলি জাতীয় কমিশনের কাছে মহিলা নিরাপত্তারক্ষী অভিযোগ জানান। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, গত ২ অক্টোবর তাঁর কাজের সময় বদলানোর অনুরোধ নিয়ে মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের কাছে গিয়েছিলেন। রাতের ডিউটি বদলানোর জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তাঁর দুই সন্তানকে দেখাশোনা করতে হয়। মহিলার স্বামী আগেই মারা গিয়েছেন। ফলে দুই সন্তানকে নিয়েই তাঁর সংসার। অভিযোগ, মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের অফিসে যেতেই তাঁকে যৌন হেনস্থা করা হয়। এমনকি কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সহকর্মীদের সামনে তাঁকে জাত তুলেও গালিগালাজ করা হয়েছে বলেও অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং এইমসের অধিকর্তা এম শ্রীনিবাসের কাছেও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন নির্যাতিতা। এইমসের প্রশাসনিক ব্লকের যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই জায়গায় সিসিটিভি ফুটেজও সংরক্ষিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

দীপাবলির আগেই ধোঁয়াশায় মোড়া দিল্লি

সাদা ফেনায় ঢাকল যমুনা

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: অক্টোবর পড়তেই দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নামতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে রাজধানী ছিল ধোঁয়াশায় মোড়া। বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) ২৯৩। যা 'খারাপ' পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। দীপাবলির আগেই দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নামতে শুরু করায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের।

দিল্লির আনন্দ বিহারে শুক্রবার সকাল ৮টায় বাতাসের গুণগত মান ছিল ৩৩৯। যা 'খুব খারাপ' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। ইন্ডিয়া গেটে ওই একই সময়ে একিউআই ছিল ২৭০। দ্বারকার সেক্টর ৮-এ আবার একিউআই ছিল ৩২৫। মঙ্গলবার বাতাসের গুণগত মানের কিছুটা উন্নতি হলেও বুধবার থেকে আবার পরিস্থিতি খারাপ পর্যায়ের দিকে যেতে শুরু করে। সামনেই দীপাবলি, তার আগেই রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতি ভয় ধরাতে শুরু করেছে।

যদিও দিল্লি সরকার দূষণ রোধের জন্য আগেভাগেই সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে। সপ্তাহের গোড়াতেই মুখ্যমন্ত্রী অতিশী এবং পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই দূষণ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। দূষণ ঠেকাতে ৯৯টি দল গঠন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ২০০টি 'অ্যান্টি স্মগ গান' মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লি পুরনিগম, এনসিআরটিসি এবং দিল্লি মেট্রো সংস্থাও দূষণ রোধে উদ্যোগ নিয়েছে। এত কিছু করেও কি দূষণ ঠেকানো সম্ভব হবে? বিশেষ করে দীপাবলি এবং তার পরবর্তী দিন, এমনকি শীতেও যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় রাজধানীতে, তা কি রোখা সম্ভব হবে? এ সব নিয়েই এখন উদ্বেগ বাড়ছে রাজধানীতে। তার মধ্যে পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়ে যদি সঠিক পদক্ষেপ না করা হয়, তা হলে এই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, গত বুধবারই হরিয়ানা এবং পঞ্জাব সরকারের কাছে তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশের পরেও কেন পদক্ষেপে গড়িমসি, তা নিয়েও ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় দুই রাজ্যের সরকারকে।

কড়া সুরে পড়শি দেশকে আক্রমণ ধনখড়ের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: 'হিন্দুরা অত্যন্ত সহনশীল তাই বার বার হিন্দুদের উপর হামলা চালানো হয়।' সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের চলতে থাকা হিন্দু নির্যাতন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নাম না করেই নিন্দায় সরব হলেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। একইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'এতটাও সহনশীল হওয়া ঠিক নয়।'

শুক্রবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জগদীপ ধনখড়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'আজ পড়শি দেশের হিন্দুরা আক্রান্ত। এই ঘটনা দেখেও তথাকথিত নীতি শিক্ষকরা মুখ ও বধির হয়ে রয়েছেন।' ধনখড় আরও বলেন, 'ওরা হল ভাড়াটে সৈনিক। যা চলছে তা মানবাধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী। এদিকে আমরাও অত্যন্ত সহনশীল। এতটা সহ্য করে যাওয়াও ঠিক নয়। একবার ভেবে দেখুন ওখানে যা চলছে তার শিকার যদি আপনি হতেন?'

প্রতিবেশী দেশের ভয়াবহতা তুলে ধরে ধনখড় আরও বলেন, 'একবার চেয়ে দেখুন ওখানে ছেলে, মেয়ে, মহিলাদের সঙ্গে কী রকম বর্বরতা, অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আমাদের ধর্মীয়স্থানগুলিকে অপবিত্র করা হচ্ছে।' যদিও নিজের ভাষণে একবারও বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করেননি ধনখড়। তবে তাঁর ইঙ্গিত যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে চলতে থাকা অরাজকতা, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এখানেই থামেননি দেশের উপরাষ্ট্রপতি। ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টার অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, 'এমন কিছু অশুভ শক্তি রয়েছে যারা সর্বদা চেষ্টা করছে ভারতকে কালিমালিপ্ত করার। তারা আমাদের দেশের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কিন্তু ভারত মানবাধিকার ইস্যুতে তাদের কাছ থেকে কোনও জ্ঞান নেবে না।'

রাজধানীতে হোটেলে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: দিল্লির হোটেলে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৪ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল উত্তরাখণ্ডের হলদুয়ানির দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী। স্থানীয় থানায় অভিযোগও জানায় পরিবার। তদন্তে নেমে দিল্লির একটি হোটেল থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। এর পরই জানা যায় নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচ অভিযুক্তকেই দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

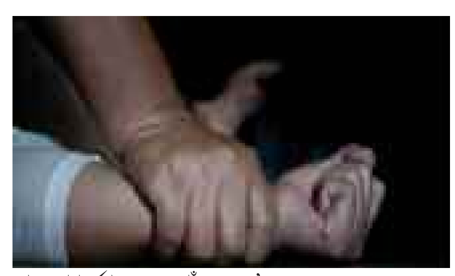

প্রথমে নিখোঁজের মামলায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ৪ অক্টোবর ওই কিশোরী হলদুয়ানি থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে ওঠে। মোবাইল ফোনের লোকেশনের সূত্র ধরে জানা যায় সে দিল্লির একটি হোটেলে রয়েছে। তার পরই স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। পাঁচদিন পরে কিশোরীকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর পরই পুলিশ ওই পড়ুয়ার কাউন্সিলিং শুরু করে। সেখানেই কিশোরী জানায়, 'দিল্লির ওই হোটেলে তাকে গণধর্ষণ করেছে পাঁচ যুবক।'

কিশোরীর বয়ান অনুযায়ী, ধর্ষণের মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। ফের দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই হোটেলে হানা দেন তদন্তকারীরা। সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ ও পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন তারা। হলদুয়ানি থানার পুলিশ অফিসার নীতিন লোহানি বলেন, 'নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষায় নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ৭০ নম্বর ধারা (গণধর্ষণ) ও পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

যৌন হেনস্তার অভিযোগ প্রত্যাহার না-করায় পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে খুন

ভোপাল, ১৮ অক্টোবর: যৌন হোনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এক ব্যক্তি। অভিযোগ, তার পর থেকেই অভিযোগকারিণীকে মামলা তোলার জন্য হুমকি দেওয়া শুরু করেন অভিযুক্তের পুত্র। কিন্তু অভিযোগকারিণী রাজি না হওয়ায় তাঁকে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল অভিযুক্ত ব্যক্তির পুত্রের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১২ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় ইনদওরের মহারাজা যশবন্তরাও সরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন মহিলা। বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। ইনদওরের পুলিশ সুপার মনোজ কুমার রাই জানিয়েছেন, মহিলাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ গত ৭ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন মঙ্গিলাল বালাই নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, তার পর থেকেই তাঁর পুত্র অর্জুন বালাই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য মহিলারকে চাপ দিতে থাকেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা অভিযোগ তুলতে অস্বীকার করলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এর পরই ১২ অক্টোবার রাতে মহিলার উপর চড়াও হন অর্জুন। অভিযোগ, মহিলার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয়েরা এলে অর্জুন পালিয়ে যান। স্থানীয়েরাই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। পাঁচ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় মহিলার। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অর্জুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন সদগুরু

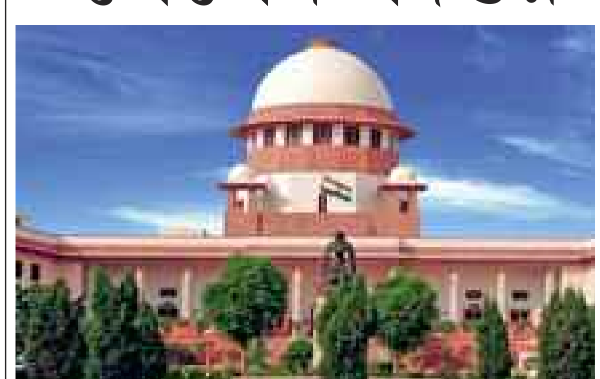

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন জগ্গি বাসুদেব ওরফে সদগুরু। তাঁর আশ্রমের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে মামলার নিষ্পত্তি করল প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশের উপর আগেই স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার সব অভিযোগ খারিজ করল শীর্ষ আদালত।

সদগুরুর আশ্রমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁর দুই কন্যাকে 'ওই আশ্রমে থেকে যাওয়ার জন্য মগজধোলাই' করা হয়েছিল। এমনকি পরিবারের সঙ্গেও দুই কন্যাকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। সেই নিয়ে আগে মামলা চলছিল মাদ্রাজ হাই কোর্টে। কোয়েমবত্তুরে অবস্থিত সদগুরুর ওই আশ্রমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সদগুরুর প্রতিষ্ঠান। তাদের বক্তব্য ছিল, হাইকোর্টের নির্দেশের পর আশ্রমে প্রায় কয়েকশো পুলিশকর্মী প্রবেশ করেছিলেন। এতে আশ্রমের ভাবমূর্তির ক্ষতি হচ্ছে। এমনকি, মানুষের বিশ্বাসেও আঘাত করা হচ্ছে বলে দাবি করে সদগুরুর প্রতিষ্ঠান।

প্রসঙ্গত, দু'জনের 'মগজধোলাই' করে প্রতিষ্ঠানে রেখে দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছে সদগুরুর প্রতিষ্ঠান। তাঁরা দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। বর্তমানে এক জনের বয়স ৩৯ এবং অন্য জনের ৪২ বছর। প্রতিষ্ঠানের দাবি, তাঁরা উভয়েই স্বেচ্ছায় সেখানে রয়েছেন। হাইকোর্টে দু'জনকে পেশ করা হয়েছিল। সেখানে ওই দুই মহিলা একই কথা জানিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীনও ভার্চুয়ালি ওই দুই মহিলাকে পেশ করা হয়। সেখানেও তাঁরা জানিয়েছিলেন, সদগুরুর আশ্রমে স্বেচ্ছায় রয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-সিপিএম-জিএসইউ-এডিআরএ-০২-২৪, তারিখ ১৭.১০.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিপিএম/জিএসইউ, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশন উন্নতির লক্ষ্যে আদ্রা ডিভিশনে ওন্দাগ্রাম স্টেশনের বিশেষ উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,৯৫,৯২,৬৩৩.৬৪ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

(PR-714)

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE SNIT NO.- WBIW/EE/CID/SNIT-15/2024-25

Executive Engineer, Contai Irrigation Division, invites Off-line short notice tender for 04 (four) Nos. Source of Fund SDS/MAINTENANCE Works in the District Purba Medinipur. Amount put to Tender from Rs.- 3863064.00 to Rs. 190974.00 Requisite information's is available in the web site www.wbiwd.gov.in. and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on 22.10.2024 up to 5.00 PM.

(Sd/- K. Mandal)
Executive Engineer
Contai Irrigation Division, I & W Dte.
Contai, Purba Medinipur.

ব্রিকস সামিটে যোগ দিতে ফের রাশিয়া যাবেন মোদি

মস্কো, ১৮ অক্টোবর: ভারত ও রাশিয়া সুসম্পর্কের কথা অজানা নয় বিশ্বের কাছে। সামরিক, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি নানা ক্ষেত্রে দুদেশের সহযোগিতা দিন দিন আরও মজবুত হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেই গত জুলাই মাসে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার ৩ মাসের ব্যবধানে ফের বন্ধু ভ্লাদিমির পুতিনের দেশে যাচ্ছেন নমো। সেখানে ব্রিকস সামিটে যোগ দেবেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, চলমান যুদ্ধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারেন মোদি-পুতিন। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনেও উঠতে পারে রাশিয়া-ইউক্রেনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের প্রসঙ্গ। ফলে মোদির সফর ও ব্রিকস সামিটের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ইউক্রেনও।

ভারত, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ব্রিকস গোষ্ঠী। প্রত্যেক বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনও না কোনও সদস্য দেশ ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করে। গত বছরের অগস্ট মাসে এই সামিটের আসর বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে। এবছর ১৬তম ব্রিকস সামিটের আয়োজক দেশ রাশিয়া। ২২ থেকে ২৩ অক্টোবর কাজানে হবে এই সম্মেলন। আগামী সপ্তাহে সেখানেই যোগ দেবেন মোদি। ফলে একবার তিনি মুখোমুখী হবেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, গত বছর ভার্চুয়ালি ব্রিকসে অংশ নিয়েছিলেন পুতিন।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়, নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর আলোচনা হয় ব্রিকস সামিটে। এবছর ব্রিকসের থিম 'বৈশ্বিক উন্নয়ন, বহুত্ববাদ ও সামগ্রিক নিরাপত্তা'। প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্মেলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে বলে, 'ব্রিকস গোষ্ঠীর নেওয়া উদ্যোগগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে এই সম্মেলনে। ভবিষ্যতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান আলোচনা হবে এখানে।' তবে এই সম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে মোদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন কিনা তা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি বিদেশমন্ত্রক।

হাউথিদের শায়েস্তা করতে বি-২ স্টিলথ বম্বারই এবার আমেরিকার ভরসা !

ওয়াশিংটন, ১৮ অক্টোবর: ২০০১ সালে গোটা বিশ্ব শিউরে উঠেছিল ৯/১১-র সাক্ষী হয়ে। সেই সময়ই গ্রাউন্ড জিরোয় দাঁড়িয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, আপনারা শুনে নিন। গোটা বিশ্ব শুনতে পাবে। যারা এই স্থানটির এমন অবস্থা করল তারা শিগগিরি আমাদের পদধ্বনি শুনতে পাবে। এর পরই আফগানভূমে হাজির হয়েছিল 'অদৃশ্য' ঘাতক। মার্কিন যে বোমারু বিমানের আগমন রাডারও টের পায় না! সেই বি-২ স্টিলথ বম্বারই এবার আমেরিকার ভরসা হাউথিদের শায়েস্তা করতে। ইতিমধ্যেই ইরানের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের হাউথি ঘাঁটিতে এই বোমারু বিমান দিয়েই হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে আমেরিকাকে। ফলে নতুন করে চর্চায় আমেরিকার এই 'ব্রহ্মাস্ত্র'। ১৯৯৭ সাল থেকে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছিল বি-২ স্পিরিট। যার সর্বোচ্চ গতি হাজার কিমি প্রতি ঘণ্টা। দুজনকে চালককে নিয়ে ৫০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উড়তে পারে এই মার্কিন বোমারু বিমান। খালি অবস্থায় যার ওজন ৭১ হাজার ৭০০ কেজি। এই বিমানের ক্ষমতা এমনই যে একলপ্তে ১৬টি আণবিক বোমা বইতে পারে। পাশাপাশি ৮০টি ৫০০ পাউন্ডের জিপিএস গাইডেড বোমাও বইতে পারে। বহন করতে পারে ৩৬টি ৭৫০ পাউন্ডের সিবিইউ ক্লাস বোমা। দুটি জিবিইউ-৫৭ বোমাও বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এই বিমান।

বলা হয়, রুশদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কথা মাথায় রেখেই এই বিমানের পরিকল্পনা করেছিল আমেরিকা। এমনকী যারা যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামাতে পারে সেখানেও অনায়াসে হামলা চালাতে সক্ষম এই বিমানটি। কেননা এতে রয়েছে সাবসনিক ফ্লায়িং উইং। উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধের মাঝে প্যালেস্টাইনের পক্ষ নিয়ে লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে সন্ত্রাস শুরু করে ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র সংগঠন হাউথি। গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। এবার তাদের পালটা দিতে শুরু করেছে আমেরিকা। আর তাতে তাদের বড় ভরসা বি-২ স্টিলথ বম্বার।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ সিওএম-পার্কিং-২৪-ডিকেএই-গুডস্, তারিখঃ ১৫.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ এক বছর সময়সীমার জন্য ডানকুনি স্টেশনে (গুডস্ ইয়ার্ড) ট্রাক পার্কিং স্ট্যান্ডের লাইসেন্সিংয়ের জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **এক বছরের জন্য টেন্ডার মূল্যঃ** ১৪,৭৮,২৫০ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবেঃ** ১,৪৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৪৫ দিন। রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। বিড কেবলমাত্র অনলাইনে জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-352/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএসটিই/টেলি, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **১৩.১১.২০২৪ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় জিএম বাংলো ও জিএম অফিস-এ ব্যবহারের জন্য টাটা স্কাই ডিটিএইচ এইচডি সংযোগ সার্ভিস প্যাকের মাধ্যমে রিচার্জ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৫৩,৫০৫.৮০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,১০০.০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডারটি ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এস অ্যান্ড টি/ ওয়ার্ক_২০-২০২৪-রিটেন্ডার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

যুদ্ধ থামাতে নেতানিয়াহু শর্ত দিলেও মানতে রাজি নয় হামাস!

জেরুজালেম, ১৮ অক্টোবর: এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে যুদ্ধের। হামাস নিধনে গাজায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। এখনও থামেনি লড়াই। কিন্তু এবার সংঘাত থামার ইঙ্গিত দিলেন নেতানিয়াহু। তবে বেঁধে দিলেন শর্ত। জানিয়ে দিলেন, দুটি শর্ত মানলেই রক্তক্ষয়ী সংঘাতে যতিচিহ্ন পড়বে। যদিও হামাসের সাম্প্রতিক দাবি থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সেই শর্ত মানতে রাজি নয় তারা। যদিও হামাস জানিয়ে দিয়েছে, লড়াই না থামা পর্যন্ত কোনও পণবন্দিকে ছাড়তে রাজি নয় তারা।

এক্স হ্যান্ডলে নেতানিয়াহুকে লিখতে দেখা যায়, 'ইয়াহিয়া সিনওয়ার মৃত। ইজরায়েলি সেনার সাহসী সৈন্যদের হাতে রাফায় তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এটা গাজার যুদ্ধের শেষ নয়। শেষের শুরু। আমার একটা সহজ বার্তা আছে- যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে। যদি হামাস তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখে এবং আমাদের পণবন্দিদের ফিরিয়ে দেয়।'

উল্লেখ্য, গাজায় ইজরায়েলি সেনার বোমাবর্ষণে খতম হয়েছে সিনওয়ার! কুখ্যাত এই জেহাদির শেষ মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ করে এমনটাই দাবি করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। সেই দাবি মেনে নিয়েছে হামাসও। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে হওয়া ভয়ানক হামলার মূলচক্রী কুখ্যাত এই জঙ্গি। তার মৃত্যুকে ঘিরে ছড়াতে থাকা গুঞ্জনের মাঝেই এবার এই বার্তা দিলেন নেতানিয়াহু। সেই সঙ্গে তিনি জানান, এখনও হামাসের হাতে ১০১ জন পণবন্দি রয়েছে গাজায়। যাঁদের মধ্যে কেবল ইজরায়েলিরাই নন, রয়েছেন ২৩টি দেশের নাগরিকরা। তাঁদের ফিরিয়ে দিলে সকলের নিরাপত্তা রক্ষার দায়ও নিতে রাজি, জানাচ্ছেন নেতানিয়াহু।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। তার পর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে গাজায়। এবার যুদ্ধ থামাতে নেতানিয়াহু বার্তা দিলেও হামাসের সাফ জবাব, লড়াই না থামা পর্যন্ত কোনও পণবন্দিকে ছাড়তে রাজি নয় তারা। ফলে এটা পরিষ্কার, এখনই যুদ্ধ থামার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

শেষ বলে আউট কোহলি, তৃতীয় দিনে জমে উঠেছে বেঙ্গালুরু টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দারুণ শুরুর পর তৃতীয় দিনের শেষটাও দারুণভাবে করতে চেয়েছিল ভারত। তবে শেষ বলে বিরাট কোহলির উইকেট হারিয়ে সেই চাওয়া পুরোপুরি পূরণ হয়নি তাদের। স্পিনার গ্লেন ফিলিপসের বলে ৭০ রানে দিনের শেষ বলে আউট হন কোহলি।

তাতে ভাঙে সরফরাজের সঙ্গে তাঁর ১৩৬ রানের জুটি। ৩৫৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামা ভারত তৃতীয় দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে। এখনো পিছিয়ে ১২৫ রানে।

বেঙ্গালুরু টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরুটা ভারত করেছিল দুর্দান্ত। প্রথম ১৫ ওভারে বল হাতে তুলে নিয়েছে ৪ উইকেট। তবে মাঝের সময়টাতে চলেছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের দাপট, আরও নির্দিষ্ট করে বললে রাচিন রবীন্দ্র ও টিম সাউদির।

যেখানে প্রধান চরিত্রে ছিলেন দেশের বাইরে 'ঘরের মাঠে' সেঞ্চুরি করা রবীন্দ্র, ফিফটি করে তাঁকে সহায়তা করেছেন সাউদি। অষ্টম উইকেট জুটিতে এই দুজনের ১৩৭ রানের সুবাদে বেঙ্গালুরু টেস্টে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড লিড পেয়েছিল ৩৫৬ রানের।

ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে কোনো সফরকারী দলের এটি যৌথভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ লিড। টেস্টে ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বড় লিড নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৫৮ সালে মুম্বাই টেস্টে ৪৯০ রানের।

প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হওয়া ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটেই তোলে ৭২ রান। যশস্বী জয়সোয়াল ৩৫ রানে আউট হলেও ফিফটি পান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে ৫২ রানে আউট হন এজাজ প্যাটেলের বলে। জয়সোয়ালও ফেরেন এই প্যাটেলের স্পিনেই। ব্যাট হাতে এরপরের গল্পটা বিরাট কোহলি ও সরফরাজ আহমেদের। পাল্টা আক্রমণে দুজনে গড়েন শতরানের জুটি। ফিফটি পান দুজনই।

প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়া এই দুই ব্যাটসম্যানই ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছেন। বিশেষ করে সরফরাজ। এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি পেয়েছেন ৪২ বলে। সেই তুলনায় কোহলি খেলেছেন দেখেশুনে। ফিফটি করেছেন ৭০ বলে। তবে কোহলি সরফরাজের মতো অপরাজিত থেকে দিন শেষ করতে পারেননি। ৭০ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন সরফরাজ।

এর আগে ৩ উইকেটে ১৮০ রান নিয়ে দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড ২৩৩ রানেই হারায় ৭ উইকেট। তখন রাচিনের রান ছিল মাত্র ৪২। সেখান থেকে সাউদিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করেন রবীন্দ্র।

ভারতের মাটিতে টেস্টে ২০১২ সালের পর কোনো নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানের এটিই প্রথম সেঞ্চুরি। সর্বশেষ সেঞ্চুরি করেছিলেন রস টেলর। অন্য কারণেও রাচিনের জন্য এই সেঞ্চুরি বিশেষ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটারের আদি বাড়ি এই বেঙ্গালুরুতেই। নিউজিল্যান্ডে স্থায়ী হওয়ার আগে বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ক্রিকেটও খেলেছেন রবীন্দ্রের বাবা।

সাউদিকে ভুলেও গেলে চলবে না। এই পেসার ৪ ছক্কায় খেলেছেন ৬৫ রানের ইনিংস। সাউদি ও রবীন্দ্র শতরানের জুটি গড়েছেন ৬.২৭ রান রেটে। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব।

বেঙ্গালুরু টেস্টের তৃতীয় দিনে রান উঠেছে ৪৫৩। ভারতের মাটিতে এক দিনে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ৪৬ ও ২৩১/৩ (সরফরাজ ৭০*, কোহলি ৭০, রোহিত ৫২; প্যাটেল ২/৭০, ফিলিপস ১/৩৬)
নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস ৯১.৩ ওভারে ৪০২ (রবীন্দ্র ১৩৪, কনওয়ে ৯১, সাউদি ৬৫; জাদেজা ৩/৭২, অশ্বিন ১/৯৪, কুলদীপ ৩/৯৯)।

ইস্টবেঙ্গলকেও সমীহ মোহনবাগানের
তিন পয়েন্টই চাই মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাংবাদিক বৈঠকে এসে নিজের আসনে বসে প্রথমেই চমকে দিলেন হোসে মোলিনা। মোহনবাগান তাঁবুর মিডিয়া সেন্টারের ঘরে উপস্থিত জনা পঞ্চাশেক সাংবাদিকের উদ্দেশে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, 'শুভ বিজয়া'। এক বার নয়, সাংবাদিকদের অনুরোধে আরও বার চারেক একই কথা বলতে হল তাঁকে। তবে শনিবারের কলকাতা ডার্বির প্রসঙ্গ উঠতেই একেবারে মনোযোগী মোহনবাগান কোচ। ইস্টবেঙ্গল যে টানা চার ম্যাচ হেরে ডার্বি খেলতে নামছে, এই তথ্যে পাত্তাই দিতে চাইলেন না। ইস্টবেঙ্গলকে বার বার সমীহ করলেন। তবে দিনের শেষে একটাই কথা মুখে উঠে এল তাঁর, আমরা জিততে চাই। তিন পয়েন্টই আমার লক্ষ্য।

খাতায়-কলমে সকলেই শনিবারের ডার্বিতে এগিয়ে রাখছেন মোহনবাগানকে। তবে সবুজ-মেরুন নিজেরাও পয়েন্ট তালিকায় যে খুব ভাল জায়গায় রয়েছে তা নয়। চার ম্যাচে সাত পয়েন্ট মোটেই ৭০ কোটির দলের আসল পরিচয় নয়। তবে আগের ম্যাচে মহমেডানকে কার্যত উড়িয়ে দেওয়ার পর আবার আনন্দের পরিবেশ ফিরেছে দলে। খেলোয়াড়েরাও অনেক চাপমুক্ত। মোলিনার দলকে ডার্বিতে এটা বাড়তি সুবিধা দিতেই পারে।

শূন্য পয়েন্ট থাকা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়া কি বাড়তি সুবিধা? মোলিনা বললেন, একেবারেই নয়। ওদের সমীহ করি। দিনের শেষে যেটা আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেটা নিয়েই ভাবি। নিজের দলের উপরেই মনোযোগ দিচ্ছি। আমি জানি ইস্টবেঙ্গল শুরুর দিকেই ম্যাচগুলোয় ভাল খেলেনি। কিন্তু স্পেনে আমরা একটা কথা বলে থাকি যেটা এখানেও প্রযোজ্য। ডার্বি হল ডার্বি। দুটো দলই জিততে নামবে। দুটো দলই লড়াই করবে। দুটো দলই ভাল। তাই আমাদের পক্ষে কাজ মোটেই সহজ নয়। তবে আমরা যে ভাল খেলতে পারি এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

এই প্রথম বার কলকাতা ডার্বির স্বাদ পেতে চলেছেন স্পেনীয় কোচ। অধুনালুপ্ত এটিকে-র কোচ থাকাকালীন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ হয়নি। প্রথম ডার্বিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে চান মোলিনা।

এ দিন বলেছেন, তখুবই উত্তেজিত। আসলে আমি প্রতি দিনই কোচিং করাতে ভালবাসি। প্রতিটা ম্যাচে দায়িত্বে থাকতে চাই। কাল খুব উত্তেজনা নিয়ে মাঠে নামব। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করব। খেলোয়াড়েরা যাতে ম্যাচটা জিতে ফিরতে পারে তার আপ্রাণ চেষ্টা করব। চাপ তো থাকবেই। কিন্তু চাপ নিয়েই জীবন উপভোগ করতে হয় তাই না?

মোলিনার সংযোজন, কোনও ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে নামছি না। অনুশীলনে প্রচুর সমর্থকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ওদের মুখে দুটো শব্দই শুনতে পাচ্ছি, 'ডার্বি জেতো'। তাই সমর্থকদের জন্য ডার্বি জিততে চাই। ওদের খুশি করতে চাই। ৯০ মিনিটই খেলোয়াড়েরা মাঠে জান লড়িয়ে দেবে।

মোহনবাগানের পক্ষে সুবিধা হল, সাহাল সামাদ এবং আশিক কুরুনিয়ান দু'জনেই সুস্থ। তাই মাঝমাঠ নিয়ে বিশেষ চিন্তা হওয়ার কথা নয়। তিনি জানিয়েছেন, শনিবারের ম্যাচে প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই পাচ্ছেন। তবে প্রথম একাদশ ভাঙতে চাইলেন না। জোর দিলেন রিজার্ভ বেঞ্চের উপরেও।

মোলিনা বলেছেন, সবাই তৈরি। সাহালও ১০০ শতাংশ ফিট। কালকের ম্যাচে খেলতে তৈরি। তবে ইস্টবেঙ্গল দলের কথা মাথায় রেখে প্রথম একাদশ তৈরি করব। প্রতিপক্ষের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয়। খেলোয়াড়দের প্রতি এই বিশ্বাসটা রয়েছে যে ওরা নিজেদের কাজটা করে দেবে। আমি খুশি আশিককে নিয়েও। খুব বেশি খেলার সুযোগ পায়নি। তবে জানি ও কী করতে পারে। সে রকমই দায়িত্ব ওকে দেওয়া হবে।

বরাবরের মতো মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বসু ডার্বিতে কাউকে এগিয়ে রাখতে চাইলেন না। জীবনে কোনও দিন ডার্বি না হারা শুভাশিসও বললেন, ডার্বিতে কেউ ফেভারিট নয়। যে ১০০ শতাংশ দেবে সেই জিতবে। কাল ভাল লড়াই হবে।

গত বছর শুভাশিসের পাশে থাকা আনোয়ার আলি এবং হেক্টর ইয়ুস্তে এ বার ইস্টবেঙ্গলে। সেই দুই খেলোয়াড়কে নিয়ে শুভাশিসের মন্তব্য, প্রতি বছরই মোহনবাগানে অনেক খেলোয়াড় আসে। আবার চলেও যায়। আমরা কোচের পরামর্শ অনুযায়ী খেলব। তা ছাড়া ওরা যে কোচের অধীনে খেলেছে তিনি এখন নেই। আমাদের কোচ নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে পরিকল্পনা করেছেন।

সাড়ে তিন বছর পর ঘরে টেস্ট জিতল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শোয়েব বশিরের ব্যাট হয়ে বলটা সিলি পয়েন্টে আবদুল্লাহ শফিকের হাতে যেতেই আকাশে মুখ করে একটা চিৎকার দিলেন নোমান আলী। এ যে স্রেফ একটা উইকেট নয়, পাকিস্তানের দীর্ঘ অপেক্ষা ঘুচে যাওয়ার মুহূর্ত! সাড়ে তিন বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ের মুহূর্ত।

চতুর্থ ইনিংসে ২৯৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা ইংল্যান্ডকে ১৪৪ রানে থামিয়েছে নোমানের দল। ১৫২ রানের জয়ে পাকিস্তান শুধু ঘরের মাঠে টানা সাত টেস্ট হারের বেদনাময় অধ্যায়ের সমাপ্তিই টানেনি, সিরিজেও এনেছে সমতা। আর বহু আকাঙ্খার এই জয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮টিসহ ১১ উইকেটই নোমানের।

পাকিস্তান দেশের মাটিতে সর্বশেষ টেস্ট জিতেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এরপর টানা ১১ টেস্টে জয় দেখেননি শান মাসুদ,বাবর আজমরা। তিন বছর আট মাসের অপেক্ষা শেষের সম্ভাবনা গতকাল মুলতানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে পাকিস্তান।

জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ২৬১ রান, পাকিস্তানের ৮ উইকেট। আজ দিনের দ্বিতীয় ওভারেই ওলি পোপকে ফিরিয়ে সেই জয়ের পথে এগিয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু করেন সাজিদ খান। এরপর বাকি কাজটা একা নোমানেরই।

মুলতানের এই পিচে প্রথম টেস্টে পাঁচ দিন খেলা হয়েছে বলে এটি ছিল কার্যত নবম দিনের উইকেট। স্পিনাররা সহায়তা পাচ্ছিলেন আগের দিন থেকেই। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানেরা গতকালের মতো আজও টিকে থাকা ও রান তোলার জন্য সুইপ,রিভার্স সুইপেই ভর করেছেন বেশি।

এই সুইপ,রিভার্স সুইপ খেলেই ৩৬ বলে ৩৭ রানের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তবে নোমানকে এগিয়ে এসে ওড়াতে গিয়ে হয়েছেন স্টাম্প। আটে নামা ব্রাইডন কার্স মেরেছেন তিন ছক্কা, কিন্তু রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছেন স্লিপে।

স্টোকস, কার্স থেকে শুরু বশির; চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের পতন হওয়া ৮ উইকেটের সাতটিই নিয়েছেন নোমান। সব মিলিয়ে বাঁ হাতি এ স্পিনার দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৪৬ রানে ৮ উইকেট। ইংল্যান্ডের ইনিংস থেমেছে ৩৩.৩ ওভারেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ৩৬৬ ও ২২১ (সালমান ৬৩, শাকিল ৩১, কামরান ২৬, রিজওয়ান ২৩; বশির ৪/৬৬, লিচ ৩/৬৭, কার্স ২/২৯)।
ইংল্যান্ড ২৯১ ও ১৪৪ (স্টোকস ৩৬, কার্স ২৭, পোপ ২২; নোমান ৮/৪৬, সাজিদ ২/৯৩)।
ফল পাকিস্তান ১৫২ রানে জয়ী।

অভিমন্যুর শততম ম্যাচে সংবর্ধনা সিএবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কল্যাণী বৃষ্টিতে পণ্ড বাংলা-বিহার রঞ্জি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা। তবে কল্যাণীতে সেলিব্রেশনে মাতলেন বাংলার ক্রিকেটাররা। কারণ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিমন্যু ঈশ্বরণের এটাই শততম ম্যাচ। ম্যাচের প্রথম দিন খেলা ভেস্তে গেলেও, অভিমন্যুকে সংবর্ধিত করল সিএবি। ঈশ্বরণের হাতে রুপোর স্মারক ও শাল তুলে দেওয়া হয় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের তরফ থেকে। সিএবির সচিব নরেশ ওঝা, সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস, সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। তিনি বলেন, 'অভিমন্যু শততম ম্যাচ খেলল। নিঃসন্দেহে এটা দারুণ অ্যাচিভমেন্ট।' এখনও পর্যন্ত ৯৯টি ম্যাচে ৭৬৩৮ রান করেছেন এই বঙ্গ ক্রিকেটার। এরমধ্যে রয়েছে ২৭ সেঞ্চুরি আর ২৯ হাফসেঞ্চুরি। ধারাবাহিকতার অভাব নেই। এরপরও ত্রিশের কোটায় বয়স চলে গেলেও ডাক পাননি ভারতীয় একাদশে। দরজা কি আদৌ খুলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েইছে। তবে বাংলার সতীর্থদের থেকে শুভেচ্ছা, সিএবির সংবর্ধনায় চুটিয়ে খেলে যেতে চান উত্তর প্রদেশের এই ক্রিকেটার। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

সাংবাদিক বৈঠকে নামল 'আঁধার', কলকাতা ডার্বিতে কি আলো জ্বলবে ইস্টবেঙ্গলের? আশাবাদী কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে মিডিয়া সেন্টার তখন কথা বলছেন ভারপ্রাপ্ত কোচ বিনো জর্জ। সাংবাদিক বৈঠক তিন মিনিটও গড়ায়নি। হঠাৎই চারদিকে আলো নিভে গেল। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মিডিয়া সেন্টারে চুপ করে প্রায় পাঁচ মিনিট বসে থাকলেন কোচ এবং খেলোয়াড় সাউল ক্রেসপো। আইএসএলে টানা চার ম্যাচ হারার পর ইস্টবেঙ্গলেরও এখন আঁধারই রয়েছে। সেই আঁধার কেটে শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কি তারা আলো জ্বালাতে পারবে?

আইএসএলে এখনও পর্যন্ত যতগুলি ডার্বি হয়েছে প্রায় প্রতিটিতেই ম্যাচের আগে খাতায়-কলমে এগিয়ে থাকে মোহনবাগান। শনিবার যেন আরও বেশি এগিয়ে তারা। আগের ম্যাচে মিনি ডার্বিতে মহমেডানকে হারিয়ে ফর্মে ফিরেছে। পয়েন্ট তালিকায় সবার নীচে থাকা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে কি সম্ভব হবে তাদের আটকানোর?

প্রশ্ন আসতেই বিনো মৃদু হাসলেন। যথা সম্ভব আত্মবিশ্বাস এনে বললেন, তপ্রতিটা ম্যাচেই আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়েছি। কখনও সাফল্য পেয়েছি। কখনও পাইনি। আসলে জেতা-হারা খেলারই অঙ্গ। ডার্বি মানে শুধু সমর্থক নয়, দুই দলের কাছেও বাড়তি অনুপ্রেরণা। আমরা সামনে তাকাচ্ছি। ভাল ফলাফল করতে মরিয়া।দ

একই কথা শোনা গেল ক্রেসপোর মুখেও। তিনি বললেন, আগের ম্যাচগুলোয় কী হয়েছে সত্যি মাথায় রাখতে চাই না। ডার্বির জন্য পুরোপুরি ফোকাস রয়েছে আমাদের। তিন পয়েন্টই পেতে হবে। আমরা জানি এই ম্যাচের গুরুত্ব কতটা।

এই প্রথম আইএসএলে একটা ডার্বি খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল যেখানে ডাগআউটে পুরোদস্তুর কোচকে পাবে না তাঁরা। দায়িত্বে থাকবেন বিনোই। তবে অস্কার ব্রুজো শুক্রবার মধ্যরাতে শহরে পৌঁছবেন। তাঁকে ডাগআউটে রাখা হবে। তবে বিনোকে টপকে তিনি কোনও নির্দেশ দেবেন কি না সেটাই দেখার। যদিও ইতিমধ্যেই ভিডিয়ো কলে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিনো আত্মবিশ্বাস খুঁজছেন আগের জামশেদপুর ম্যাচ থেকে। ইস্টবেঙ্গল হারলেও তারা খারাপ খেলেনি। সেটা মনে করিয়ে বিনো বললেন, সব দলের বিরুদ্ধেই আমাদের পরিকল্পনা থাকে। আগের ম্যাচে ঠিক পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। অনুশীলনে ছেলেদের দেখে বলতে পারি, ওরা ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। মোহনবাগানকে কী ভাবে হারানো যায় সে ব্যাপারে প্রতিনিয়ত আলোচনা হচ্ছে।

ক্রেসপো বলেছেন, আমরা নিজেদের কৌশল মতো খেলতে চাই। যা ভাবছি সেটা মাঠে বাস্তবায়ন করা গেলে না জেতার কোনও কারণ দেখছি না।

একটা ব্যাপার বিনোর পক্ষে রয়েছে। লাল-হলুদের জুনিয়র দলের কোচ হিসাবে একাধিক বার মোহনবাগানকে হারিয়েছেন। অতীতে আই লিগে থাকাকালীন গোকুলমের কোচ হিসাবেও মোহনবাগানকে হারিয়েছেন। তবে অতীতে ভরসা রাখতে চান না কেরলের কোচ। তিনি পাল্টা বলে রাখলেন, চারটে ম্যাচে হেরেছি। কাল আমাদের কোনও চাপ নেই। বরং মোহনবাগান চাপে থেকে নামবে। ওদের তো পয়েন্ট তালিকায় উপরে উঠতে হবে। আমরা খোলা মনে খেলব।

বিনো মেনে নিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গলের সাম্প্রতিক ফর্ম মোটেই ভাল নয়। তবে এটাও বলে রাখলেন, অনেক কিছুই অনেক সময় হাতে থাকে না। বিনোর কথায়, ফুটবলটা তো এ রকমই। কৌশল বানালেও তা কাজে লাগে না। আবার অনেক সময় ভাগ্যও খারাপ থাকে। আশা করি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভাল খেলব। দলকে অনুপ্রাণিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ফুটবলে উত্থান-পতন থাকেই। সেটা মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়।

বিনো যতই বলুন, অনুশীলনে ফুটবলারদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায়নি। বরং গোটা দলের মধ্যেই একটা ঝিমিয়ে থাকা মানসিকতা ছিল। এক ধারে গোলকিপারেরা অনুশীলন করছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের বাকি ফুটবলারেরা মাঝমাঠে ছিলেন। অনুশীলনে এ দিনও দেখা গেল না নাওরেম মহেশকে। তাঁর শনিবার খেলার সম্ভাবনা নেই। শুরু থেকে হয়তো ক্লেটন সিলভাই খেলবেন।

ময়দানের পুরনো প্রবাদ হল, 'পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল সব সময়ে ভয়ঙ্কর'। সত্যিই আবার এই প্রবাদ ফলে কি না, তা জানতে অপেক্ষা শনিবার রাতের।

বিশ্বকাপ নয়, মেসির লক্ষ্য এখন উপভোগ আর সুস্বাস্থ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারে সম্ভাব্য প্রায় সব শিরোপাই জিতেছেন। আর যাই হোক, সাফল্য নিয়ে কোনো অপূর্ণতা থাকার কথা নয়। বয়সও সাঁইত্রিশ পেরিয়ে গেছে গত জুনে। ক্যারিয়ার নিয়ে লিওনেল মেসির এই মুহূর্তের ভাবনা কী? সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় সব জায়গাতেই এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে।

যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামেও স্পেনের সংবাদমাধ্যম মার্কার 'আমেরিকা লেজেন্ড' পুরস্কার নেওয়ার সময় এমন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৬টি ট্রফি জয়ের স্বীকৃতি হিসেবে মেসির হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মার্কার পরিচালক হুয়ান ইগনাচিও গ্যালার্দো ও ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক হোর্হে মাস। সেখানে মেসির কাছে জানতে চাওয়া হয়, এ মুহূর্তে ক্যারিয়ার নিয়ে তাঁর কাছে কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে? ওঠে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনার প্রসঙ্গও। মেসি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে মনস্থির করার চেয়ে সুখ এবং সুস্বাস্থ্য ধরে রাখাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বলিভিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর মেসিকে পরের বিশ্বকাপ নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি পরিষ্কার করে কিছুই বলেননি, 'এই ম্যাচগুলোই আমার শেষ হতে পারে'।

কাল মার্কার পুরস্কার হাতে নিয়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি খেলবেন না, সে বিষয়ে আগেভাগে সিদ্ধান্ত নিতে চান না, 'দেখা যাক কী হয়। আমি আগেভাগেই ভাবতে পছন্দ করি না। প্রতিটি দিন উপভোগের চেষ্টা করি। আশা করি এই পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারব, ভালো অনুভব করব এবং সুখী থাকব। যেটা ভালোবাসি সেটা যখন করার সুযোগ পাই তখন ভালো থাকি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার চেয়ে এটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য স্থির করিনি, কিন্তু প্রতিটি দিন ধরে ধরে ভালো থাকার চেষ্টা করছি।'

কাল মার্কার পুরস্কার হাতে নিয়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি খেলবেন না, সে বিষয়ে আগেভাগে সিদ্ধান্ত নিতে চান না, 'দেখা যাক কী হয়। আমি আগেভাগেই ভাবতে পছন্দ করি না। প্রতিটি দিন উপভোগের চেষ্টা করি। আশা করি এই পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারব, ভালো অনুভব করব এবং সুখী থাকব। যেটা ভালোবাসি সেটা যখন করার সুযোগ পাই তখন ভালো থাকি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার চেয়ে এটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য স্থির করিনি, কিন্তু প্রতিটি দিন ধরে ধরে ভালো থাকার চেষ্টা করছি।'

মার্কার হিসাব অনুযায়ী ক্যারিয়ারে ৪৬টি ট্রফি জয়ের পাশাপাশি ৫৬টি ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতেছেন মেসি। যদিও ইএসপিএনের হিসাব অনুযায়ী, আর্জেন্টাইন তারকার মোট ট্রফিসংখ্যা ৪৮। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ক্যারিয়ারে জেতা প্রথম শিরোপাটির কথা মনে আছে কি না? মেসি বলেছেন, 'ছোটবেলায় জেতা প্রথম ট্রফির ছবি দেখেছি। কিন্তু মনে নেই সেভাবে। খুব অল্প বয়স থেকে ফুটবল উপভোগ করি। এটা আমার প্যাশন।'

মেসি জানিয়েছেন, ট্রফি গুণে রাখার অভ্যাস তাঁর নেই। আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলতে কেমন লাগে এবং বর্তমান সময় কেন উপভোগ করছেন সেটাও বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির এই ফরোয়ার্ড, 'কিছুদিন আগে মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে (বলিভিয়া ম্যাচে) লোকে আমার এবং আমার সতীর্থদের নামে চিৎকার করেছে। আর্জেন্টিনার হয়ে অনেক খারাপ সময় পার করেছি, তবে বর্তমান সময়ের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি এটা উপভোগ করছি কারণ সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

মায়ামিতে নিজের লক্ষ্য নিয়ে মেসি বলেছেন, 'অবসর নিতে এখানে (মায়ামি) আসিনি। শিরোপা জয়ের মাধ্যমে এই দলটিকে বড় করে তুলতে আমরা এখানে এসেছি, যেটা আমরা করেছি এবং আরও শিরোপার কাছাকাছি আছি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**